ভূমিবার্তা

৩৮ বর্ষ, চতুর্থ-ষষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২০

"আয় আরো হাতে হাত রাখি

শুধুমাত্র মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন নয় দুর্দশাগ্রস্ত বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোও আমাদের সামাজিক দায়। "

সম্পাদকীয়

"আয় আরো হাতে হাত রাখি।"

"It is not enough to be compassionate, you must act." বলেছিলেন দলাই লামা। শুধুমাত্র মৌখিক সহানুভূতি প্রদর্শন নয় দুর্দশাগ্রস্ত বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোও আমাদের এক সামাজিক দায়। সেই দায়িত্ব নিতে আমাদের সমিতি যে সদাপ্রস্তুত সেকথা আমরা বিশ্বাস করি।

এই বিশ্বাস নিয়েই প্রয়োজনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর কাজ করেছে সমিতি বিভিন্ন দুর্বিপাকের সময়ে। স্বল্প সামর্থ্য নিয়েও হাত বাড়িয়েছে বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের দিকে, সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করেছে ভূকম্প-ঝঞ্ঝা-পীড়িতদের। সমিতির এই সহমর্মী, সামাজিক দায়িত্ববোধের চিরচেনা ছবিটাই আবার ফুটে উঠল সাম্প্রতিক দেশব্যাপী কোভিডজনিত লকডাউনের মাঝে। সমিতির মানবিক ডাকে সাড়া দিয়ে কাজ খোয়ানো অসংখ্য অসহায় নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ালেন সদস্যবন্ধুরা জেলায় জেলায়। যে মুহূর্তে সাধারণ মানুষ অজানা আশঙ্কায় ঘরবন্দী, সেই সময়েই সদস্যবন্ধুরা ভয়কে জয় করে প্রত্যন্ত গ্রামে গঞ্জে পৌঁছে গিয়ে আয়োজন করলেন ত্রাণ শিবিরের। আর্ত, পীড়িতদের হাতে তুলে দিলেন নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। লকডাউন চলাকা-লীনই বাংলায় তাণ্ডব চালাল ভয়াবহ ঘূর্ণীঝড় 'আমফান'। ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত দুটি জেলার উপকূলভাগের চরম দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের পাশে পুনরায় এসে দাঁড়াল সমিতি। ত্রাণ বিলির পাশাপাশি দু'টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনর্নির্মাণের কাজেও নিজেকে সামিল করল।

মানুষের জীবন কখনো কখনো ধ্বস্ত, বিপর্যস্ত হয় এইরূপ প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ বিপর্যয়ে। তবু জীবন থেমে যায় না। ধ্বংসস্তূপ থেকে উঠে দাঁড়ায় মানুষ –আত্মশক্তিতেই, সহমর্মী মানুষের সহযোগিতায়।

কবি বলেছেন – "আছে সব আছে, ঘর আছে, অন্ন আছে ভালোবাসা আছে।

জননীর বুক জুড়ে আর এক অমৃত আছে,

শিশুর দুচোখে আছে প্রবাহিত মনুষ্যত্ব –

নবজীবনের গান..."।

এই যে 'প্রবাহিত মনুষ্যত্ব', এরই এক পরিচয় মানুষে মানুষে সহমর্মিতায়, সহযোগিতায়। সমিতি এই মানবিক সহযোগিতায়, সহমর্মিতায় বিশ্বাসী। অতীতে, সাম্প্রতিক কালে যেমন দাঁড়িয়েছে পীড়িত মানুষের পাশে, ভবিষ্যতেও দাঁড়াবে।

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির মুখপত্র

ভূমিবার্তা

৩৮ বর্ষ, চতুর্থ-ষষ্ঠ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২০

সম্পাদকমন্ডলী
গৌতম তালুকদার, কিশোর কুমার বিশ্বাস,
সুরজিৎ চন্দ্র, অঞ্জন ঘোষ

সম্পাদক
অনিন্দ্য বিশ্বাস

সহ সম্পাদক
তাপসী চ্যাটার্জী

প্রকাশক
দেবাশিস সেনগুপ্ত
পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার
আধিকারিক সমিতির পক্ষে।

কার্যালয়
২৩৮, মানিকতলা মেইন রোড, ফ্ল্যাট-১০,
কোলকাতা-৭০০০৫৪

অক্ষর বিন্যাস ও রূপায়নে
মায়ানীভ

মুদ্রণে
জে.বি. প্রিন্ট
৫২/১ এন.এস.রোড, কলকাতা-৭০০০৫৯

সূচিপত্র

• সহযোগিতার সেতুবন্ধন.....৩
• Pandemic and WBLLROA.....৬
• কোভিড পরিস্থিতিতে পুরুলিয়া জেলা কমিটির কর্মসূচী.....৭
• লকডাউনে ত্রাণ বিলি - বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগ.....৮
• করোনা ত্রাণে জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম ও উত্তর চব্বিশ পরগণা.....১০
• করোনা সংকটকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির কর্মযজ্ঞের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ণ.....১২
• Relief Programmes undertaken by South 24 Parganas District Committee.....১৪
• Preparetion of Record of Rights - Historical Legacy vis-a-vis the applied Act(s) and the power and Jurisdiction of the Empowered Authority and the extent of Judicial Review.....১৯
• সমিতির পত্র.....৩৪

সহযোগিতার সেতুবন্ধন

সন ২০২০ সমগ্র বিশ্ববাসীর মত পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছেও এক অভিশপ্ত বছর। শুরুর দিকে দু'টি মাস বাদে গোটা বছরই কোভিড-অতিমারির গ্রাসে। পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য এর সাথে যুক্ত হয়েছে 'আমফান' নামক অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসলীলা।

দেশজুড়ে লকডাউনের জেরে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন জীবিকাহীন, উপার্জনশূন্য – অসহায়, নিরন্ন এবং অসুস্থ মানুষের ন্যূনতম দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে সরকারও যখন নানাবিধ পথ খুঁজে চলেছে, তখন বহু স্বেচ্ছাসেবী, সহমর্মী নাগরিক ব্যক্তিগত বা সংঘবদ্ধ উদ্যোগে সেই সমস্ত আর্ত, পীড়িত জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার নিয়ে এগিয়ে আসেন। পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতিও এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে তার চিরাচরিত ঐতিহ্য অনুসারে সহনাগরিকদের প্রতি সহমর্মী ভাবনা-চিন্তার শরিক হয়। ত্রাণ কার্যের একেবারে শুরুতেই রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্য সরকারের কোভিড'১৯ ত্রাণ তহবিলে সমিতির রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেলাভিত্তিক আলাদা করে ত্রাণ কার্য সম্পাদন করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট জেলাকমিটিগুলির উপর অর্পণ করা হয়। জেলাকমিটিগুলি অতিদ্রুত তাদের কর্তব্য স্থির করে জেলার সদস্যবন্ধুদের কাছ থেকে তহবিল সংগ্রহের কাজ শুরু করে। সমিতির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল যত বেশি সম্ভব দুঃস্থ মানুষের কাছে পৌঁছে তাদের হাতে সরাসরি ত্রাণ তুলে দেওয়া। জেলাগুলির অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলি বেছে নিয়ে একাধিক ত্রাণ শিবির অত্যন্ত সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে সেই লক্ষ্যমাত্রাই পূরণ করেছে সিংহভাগ জেলা। তারইমধ্যে বেশ কয়েকটি জেলার সদস্য প্রতিনিধি কর্তৃক শিবিরগুলির অভিজ্ঞতা বর্ণন রয়েছে বর্তমান সংখ্যাতে। আর কিছু জেলা লকডাউনের কারণে যাতায়াত সমস্যা ও জেলাতে সেই মুহূর্তে সদস্যদের উপস্থিতির অপ্রতুলতা হেতু হয়তো প্রত্যক্ষ শিবিরের আয়োজন করে উঠতে পারেনি, কিন্তু সংগৃহীত সাহায্য-চাঁদা বিভিন্ন স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকে প্রদানের মাধ্যমে সেই জেলার মধ্যে ত্রাণ বন্টনে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছে। (এই দুই ধরনের জেলাগুলিতে সংগৃহীত তহবিলের বিবরণ 'ক' টেবিলে দেওয়া হল।)

'ক' টেবিল

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	অর্থের পরিমাণ
১	হাওড়া	৪৭,০০১.০০
২	চব্বিশ পরগণা (দক্ষিণ)	২১৩,৬০১.০০
৩	মেদিনীপুর (পশ্চিম)	৯৭,০০০.০০
৪	মেদিনীপুর (পূর্ব)	৮০,০০০.০০
৫	নদীয়া	১,০৬,৫০২.০০
৬	পুরুলিয়া	৮১,৭৫৪.০০
৭	মুর্শিদাবাদ	৭৭,১৫২.০০
৮	বীরভূম	৫৩,০০০.০০
৯	বাঁকুড়া	৭৬,৫০০.০০
১০	পূর্ব বর্ধমান	৮২,০০০.০০
১১	হুগলি	৬৮,৫০০.০০
১২	চব্বিশ পরগণা (উত্তর)	২৪৬,১৭৮.০০
১৩	দক্ষিণ দিনাজপুর	৪৫,০০০.০০
১৪	উত্তর দিনাজপুর	৫৫,০০০.০০
১৫	জলপাইগুড়ি	১৭,০০২.০০
১৬	কোচবিহার	২০,০০০.০০
১৭	ঝাড়গ্রাম	১৫,০০০.০০
১৮	কোলকাতা	৬৯,৭৫০.০০

এছাড়াও কিছু জেলার সদস্যরা অপরাপর সমিতিগুলির সদস্যবন্ধুদের সাথে একজোট হয়ে সেই জেলায় ত্রাণকার্যে অংশগ্রহণ করেছেন। সমিতির রাজ্য কমিটির প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী কোভিড তহবিলে এযাবৎ সংগৃহীত ও ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার নয়শত চল্লিশ টাকা (১৪৫০৯৪০/-)।

কোভিডকালীন পরিস্থিতির মধ্যেই বাংলার দক্ষিণভাগের উপর তাণ্ডব নৃত্য চালায় অতিপ্রবল ঘূর্ণিঝড় 'আমফান' তছনছ হয়ে যায় মূলত উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি। সমিতির তরফ থেকে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হয় তারই অব্যবহিত পর। রাজ্যের মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ দুই চব্বিশ পরগণা জেলার সদস্যরাই মূলত এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। উত্তরের সন্দেশখালি এবং দক্ষিণের ক্যানিং ও পাথরপ্রতিমা ব্লকগুলিতে তাঁরা সশরীরে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছে যান এবং বিলিবন্দোবস্ত করেন স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। বলাবাহুল্য, এই ঘূর্ণিঝড়ে ব্যক্তিগত ঘরবাড়ি, সম্পত্তির ক্ষতি যেমন হয়েছে তেমনি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বহু শত সরকারী সম্পত্তিরও যার মধ্যে রয়েছে বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন এই বিদ্যালয়গুলির পুনর্গঠনের কাজে অংশীদার হওয়ার জন্য। সেই মানবিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমিতি দুটি জেলা থেকে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নির্বাচন করে সেগুলির পুনর্গঠনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে। ব্লকদুটির ভূমি সংস্কার আধিকারিকের প্রত্যক্ষ সহায়তা ও উদ্যোগে সমিতির জেলা কমিটি ও রাজ্য-কমিটির সদস্যরা উত্তরের হিঙ্গলগঞ্জ এবং দক্ষিণের পাথরপ্রতিমা ব্লকের দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পুনর্নির্মাণের জন্য সমিতির তরফ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা করে সাহায্য প্রদান করা হয়।

(জেলাগুলি থেকে সংগৃহীত আমফান তহবিলের বিবরণ 'খ' টেবিলে দেওয়া হল)

'খ' টেবিল

আমফান তহবিল (বিদ্যালয় ভবন পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে)

ক্রমিক সংখ্যা	জেলার নাম	অর্থের পরিমাণ
১	মালদা	১২,৬০০.০০
২	হাওড়া	১৫,৪০০.০০
৩	চব্বিশ পরগণা (দক্ষিণ)	৪৭,৩০০.০০
৪	মেদিনীপুর (পশ্চিম)	২২,০০০.০০
৫	মেদিনীপুর (পূর্ব)	২৬,৬০০.০০
৬	দার্জিলিং + কালিম্পং	১৪,০০০.০০
৭	নদীয়া	৪১৯০০.০০
৮	পুরুলিয়া	৫৩,৪০১.০০
৯	মুর্শিদাবাদ	২৭,৯০১.০০
১০	বীরভূম	২৮,৪০০.০০
১১	বাঁকুড়া	৩১,৩৬৩.০০

১২	বর্ধমান (পূর্ব)	৩৯,৮০৭.০০
১৩	বর্ধমান (পশ্চিম)	১৮,৫০০.০০
১৪	হুগলি	৩৬,৩০০.০০
১৫	চব্বিশ পরগণা (উত্তর)	৬২,৪৯৫.০০
১৬	দক্ষিণ দিনাজপুর	২১,৬০০.০০
১৭	উত্তর দিনাজপুর	১৬,৭০০.০০
১৮	জলপাইগুড়ি	২০,৩০০.০০
১৯	কোচবিহার	৭,০০০.০০
২০	ঝাড়গ্রাম	৬,৩০০.০০
২১	কোলকাতা	২৮,১০০.০০
২২	অবসরপ্রাপ্ত সদস্য	২৩,৩০০.০০
	মোট	৬০১২৬৭.০০

সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী বিদ্যালয়দুটির পুনর্গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। সেখানকার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয় পত্রদ্বারা তাঁর কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন সমিতির প্রতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যদিও আমফানের ত্রাণের কাজ হয়েছে মূলত দুটি জেলায় – কিন্তু প্রতিটি জেলার সদস্যরা এই মহৎ কাজে অকুন্ঠে তাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন। এগিয়ে এসেছেন বহু অবসরপ্রাপ্ত সদস্য। এছাড়াও সমিতি তার পাশে পেয়েছে কিছু সদস্যের বন্ধু এবং আত্মীয় পরিজনকে যাঁরা এই মানবিক উদ্যোগে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের মাধ্যমে তাঁরা প্রমাণ করলেন গভীর অসুখ থেকে পৃথিবীকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যাওয়ার দায় যেমন সমষ্টির, তেমনি সে দায় প্রতিটি ব্যক্তি মানুষেরও।

-সম্পাদক, ভূমিবার্তা

Pandemic & WBLLROA

Dwaipayan Khasnabis

Having spent almost 24 years in service under the L & LR Department of the Government of West Bengal and having been involved deeply with the fraternity of officers in the Department and per chance also having the fortune to serve the West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association with a bit of above average business for the last 10-12 years, it often donned upon me that exactly what and where can be the scope of a group of likeminded individuals to come out of the specific sphere of 'trade' and intrude into public life in general and share the ripples in society.

In fact, in customary literature circulated by the Association as also in our Yearly/Biennial Reports. We often pledge to support for the weak and highlight causes for upliftment of the downtrodden which is also the basic tenet of land reforms as conceptualized and implemented. But serving the needy at own endeavour remained elusive.

The Pandemic of Covid-19 followed by the nationwide lockdown and the forced loss of livelihood for the marginals opened the area for direct participation in activities to stand by the lesser fortunate people.

The Association, across the districts of hilly areas, green plains or even dry terrains, woke up to the cause of humanity and directly participated in distribution of rations to the needy or even serving cooked foods in certain cases. Besides, notable contribution went to the established philanthropic institutions for service to the needy through them in their adopted programmers for Covid-19, Across the State, the members of the Association raised Rs. 1450940/- And which were all used up in distribution of food, ration, kits to the needy; the district committees meticulously kept all records and arranged members to visit the camps/locations, who gleefully mixed with the people leaving aside the phobia of the "pandemic". This is what humanity demanded and this is all what community living and sense of fraternity as propagated through Association stand for. It leaves a mark in the legacy.

While the nation was still recuperating from the shock of lockdown, the coastal areas of West Bengal was devastated by the furious "Amphan" storm in the later half of May' 2020. Lots of properties were damaged and at this juncture at the instance of a "call" from the Hon'ble Chief Minister of West Bengal, primarily to the corporate world, for rebuilding some schools in the Sunderban Blocks, Association decided to take up rebuilding two schools at Patharpratima and Hingalganj respectively. Members across State again responded to the "call" of the Association and it is history today that two primary schools viz…Uttar Surendragunj Dakshin Purba Para F.P. School, Patherpratima (G.Plot) and Jogeshgunj F.P. School, Hingagunj have been/is being rebuilt with the financial aid of the West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association. Again a legacy has been initiated, it is for the future generation of members to carry forward the commitment towards humanity which only emanates if we feel the pain of the downtrodden in our daily interactions with the common mass while working in Blocks, Sub-divisions, District Head Quarters etc.

Let the spirit of service for the right and noble cause bloom, let us be united righteously and with head held high be responsive to social causes when they arise.

Society is in need of humanity…

কোভিড পরিস্থিতিতে পুরুলিয়া জেলা কমিটির কর্মসূচী

গতিময় জগতকে আকস্মাৎ স্তব্ধ করে দিল অদৃশ্য শত্রু করোনা। অপ্রকাশিত তথ্যে ২০১৯ এর ১৭ নভেম্বর চিনের হুবেই প্রদেশে ৫৫ বছরের এক প্রৌঢ়ের দেহে এর আক্রমণ ঘটে। ক্রমান্বয়ে সারা বিশ্বে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। কোরোনাভাইরাস ডিজিস-২০১৯ (কোভিড-১৯) আক্রান্তের ব্যাপকতায় ১১ মার্চ ২০২০ এটি WHO দ্বারা প্যানডেমিক ঘোষিত হয়। হাঁচি, কাশি, লালা, শ্লেষ্মা মাধ্যমে ছড়িয়ে যাওয়া এই ভাইরাসের আক্রমণ থেকে বাঁচতে বড় সতর্কতা 'দূরত্ব' ও 'মুখাবরণ'। কেন্দ্রীয় সরকারী সিদ্ধান্তে ২০ মার্চ আকস্মাৎ জনতা কার্ফু ডাক – সকলে যে যার গৃহে স্বেচ্ছাবন্দি হয়ে থাকবে। ভালো প্রস্তাব-কেউ ঘর থেকে বের হবে না – মেলামেশার প্রশ্ন নেই – ভাইরাসও ছড়াতে পারবে না। এরপর নেমে এল করোনা থেকেও বিভীষিকা হয়ে ওঠা কিছু মানুষের কাছে – 'লকডাউন'। কমপ্লিট লকডাউন। বন্ধ সমস্ত যান চলাচল। যে যেখানে ছিল সে সেখানেই আটকে পড়ল। বাড়ি থেকে শ-হাজার মাইল দূরে কাজ করা দিনমজুর শ্রমিকদের একটা বিরাট খাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল 'সবকা সরকার'। আজ এই হিংসাত্মক, আত্মকেন্দ্রীক, স্বার্থান্বেষী জগতেও মানবতার আই সি ইউতে অবস্থান হলেও সে জীবিত। সরকারি অবিমৃশ্যকারী সিদ্ধান্তে মুশকিলে পড়া শত বুভুক্ষু মুখে অন্ন তুলে দিতে অনেক ব্যক্তিগত, সমষ্টি বা দলগত প্রয়াস দেখা দিল।

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমে পিছিয়ে পড়া পুরুলিয়াতেও লোধা-শবর-কুর্মি ইত্যাদি জনজাতি এই অবস্থায় যে বিরাট অসহায়তার সম্মুখীন হয়, তাদের পাশে নিজেদের সাধ্যমত এগিয়ে আসে পুরুলিয়ায় কর্মরত রাজস্ব আধিকারিকদের সংগঠন WBLL-ROA। কোথাও সরাসরি, কোথাও কোনো সেবামূলক সংস্থার মাধ্যমে খাদ্য-সাবান-মাস্ক ইত্যাদি সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয় সেই প্রান্তিক দুশ্চিন্তাগ্রস্থ কম্পমান হাতে-তাদের মুখে হাসি ফোটাতে। যে কোনোরকম দুরবস্থায় WBLLROA মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে এবং আসবে। এটা সম্ভব হয় সকল সভ্যের স্বতঃস্ফূর্ত অবদানের মাধ্যমে। কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রয়াসে কিছু করলেও যখন DS আমাদের সাংগঠনিকভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন তখন WBLLROA পুরুলিয়া জেলার সভ্য-আধিকারিকবৃন্দ এই সাধু উদ্যোগের পালে আরো জোরালো হাওয়া জোগালেন। ডিজিটাল মাধ্যমে এই সাহায্য একত্রিতভাবে সংগ্রহ করতে থাকলেন শ্রী অভিজিৎ দাস, যিনি ঘটনাক্রমে বর্তমানে পুরুলিয়ার অধিবাসী। RO,SRO-II, SRO-I মিলে ৮৫ জন আধিকারিকের নিকট থেকে সংগৃহীত মোট অনুদানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৮১৭৫৪ টাকা। পুরুলিয়া জেলার বাইরের কয়েকজন আধিকারিকও আমাদের মাধ্যমে এই হিতকার্যে যোগ দিয়েছিলেন –বর্তমান তাদের কারো পোস্টিং আসানসোল, ATM,, হুগলি, পশ্চিম বর্ধমান, জলপাইগুড়ি কিংবা হাবড়া। আমাদের কৃতজ্ঞতার ভাষা নেই। আনাড়া নেতাজি সংঘ প্রাঙ্গনে প্রায় ২০০ জন দলিত, দিব্যাঙ্গ ও মহিলাদের কাছে পৌঁছায় আমাদের সমিতির তরফে শ্রী অভিজিৎ দাস এবং শ্রী শান্তনু প্রধান। আমাদের শ্রদ্ধেয় অগ্রজ অঞ্জন দা, প্রদীপ দা অযোধ্যা পাহাড়ে অনাথ তপশীলী উপজাতি ছেলে মেয়েদের হোম-পুরুলিয়া ধরতী মার্শাল সোসাইটি সম্পর্কে অবগত করেন – সেখানেও সমিতি সম্পাদকের হাতে চেক তুলে দেয়। পুরুলিয়া ১ ব্লকেও হতদরিদ্র আদিবাসী গ্রামেও পৌঁছায় সমিতি তার ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে। গবাদী পশু-কুকুর এদের কথাও মাথায় রেখে যতটা সম্ভব সাহায্য করা হয়। আরশা ব্লকে তিনটি সাঁওতাল অধ্যুষিত গ্রামেও আদিবাসীদের হাতে সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। রঘুনাথপুরে শ্রী সুভাশিষ রায় এবং পুরুলিয়াতে শ্রী ওয়াশিকুর রহমান ও ঝালদাতে শ্রী অমিতাভ সেনগুপ্ত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন এই কর্মকান্ডে। এখানে কাউকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। সর্বোপরি সকলের স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হাত, অনেক পরিবার থেকে দূর করেছে দুশ্চিন্তাগ্রস্থ রাত। আমরা আশা রাখবো ভবিষ্যতে আরো বেশি করে জনহিতকর কাজে এগিয়ে আসব, WBLLROA কে আরও সমৃদ্ধশালী করব। সাধারণ মানুষ এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে স্বাভাবিক জীবন শুরু করুন। এই কামনা করি।

অভিজিৎ চক্রবর্তী

রাজস্ব আধিকারিক

লকডাউন ত্রাণ বিলি-বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগ

পরিস্থিতি আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে এবং কী করাতে বাধ্য করতে পারে তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকল কোভিড-১৯ নামক ভাইরাস এবং তার থেকে ছড়িয়ে পড়া এক মহামারী। মার্চ মাসের চতুর্থ সপ্তাহ থেকে করোনার আতঙ্কে সারা দেশ তালাবন্দী হল। সেই বন্দীদশা আজও অল্পবিস্তর বিদ্যমান। এই তালাবন্দী বা লকডাউনের যৌক্তিকতা তথা সার্থকতা নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আজও আছে। শুধু করোনাতেই তটস্থ রাজ্যের পরিস্থিতিকে আরও জটিল করতে এর পর-পরই মে মাসের শেষবেলায় হাজির হয় ঘূর্ণিঝড় আম্ফান। সব মিলিয়ে এই গৃহবন্দী, কর্মহীন, দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা আমাদের আশে পাশের খেটে খাওয়া মানুষগুলির দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে যে দুর্বিসহ করে তুলেছে সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এমতপরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতি সারা রাজ্য জুড়ে এইসমস্ত দুঃস্থ মানুষের মাঝে যথাসাধ্য সহায়তা পৌছানোর সামাজিক কর্মসূচী নেয়। এই সামাজিক কর্মসূচীর অংশ স্বরূপ বাঁকুড়া জেলা কমিটির উদ্যোগে বিগত ১৯শে এপ্রিল তারিখে কোভিড-১৯ নামক একটি তহবিল গঠন করা হয়, যাতে এপর্যন্ত ৭৬,৫০০/- টাকা অনুদান জমা হয়। এই পরিমাণ অর্থ সাহায্য থেকে চার পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। পরিশেষে ৭,৬৬৩/- টাকা এখন এই তহবিলে অবশিষ্ট আছে।

প্রথম পর্যায়

তারিখ :- ২৫শে মে ২০২০

স্থান :- বাঁকুড়া সদর সাব-ডিভিশন অন্তর্গত বাঁকুড়া-১ ব্লকের নমোপাড়া ধোবারগ্রাম।

সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা :- ২৯টি আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত পরিবার।

সামগ্রী :-প্রতি ব্যাগে চাল, আটা, ছাতু, ডাল, চিড়ে, তেল, নুন, চিনি, সয়াবিন, আলু, পেঁয়াজ, হলুদ, জিরে, বিস্কুট, সাবান ইত্যাদি সর্বমোট ১৫টি সামগ্রী।

উপস্থিত ছিলেন :- কৌশিক পাল (জেলা কোষাধ্যক্ষ), প্রনবেশ প্রধান, শান্তনু ঘোষ, সোমনাথ ঘোষ এবং অর্ণব মন্ডল (জেলা সম্পাদক)।

দ্বিতীয় পর্যায় :-

তারিখ:- ৩০শে মে ২০২০

স্থান:-বিষ্ণুপুর সাব-ডিভিশন অন্তর্গত সোনামুখী ব্লকের যশড়া গ্রাম।

সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা:- ৯৮টি গরীব দুঃস্থ পরিবার।

সামগ্রী:-প্রতি ব্যাগে সুজি, ছাতু, ডাল, চিড়ে, তেল, নুন, চিনি, সয়াবিন, আলু, পেঁয়াজ, হলুদ, জিরে, বিস্কুট, সাবন সর্বমোট ১৪টি সামগ্রী।

উপস্থিত ছিলেন:- ফাল্গুনী সতপতি, কৌশিক পাল (জেলা কোষাধ্যক্ষ), প্রনবেশ প্রধান, শান্তনু ঘোষ, সোমনাথ ঘোষ এবং অর্ণব মণ্ডল (জেলা সম্পাদক)।

বিশেষ অতিথি:- জয়শ্রী সতপতি।

তৃতীয় পর্যায়:-

তারিখ:- ১৩ই জুন ২০২০।

স্থান:-খাতড়া সাব-ডিভিশন অন্তর্গত হিড়বাঁধ ব্লকের যশড়া গ্রাম।

সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা:- ৩৭টি গরীব দুঃস্থ পরিবার।

সামগ্রী:-প্রতি ব্যাগে ডিম, সুজি, ছাতু, ডাল, চিঁড়ে, তেল, নুন, চিনি, সয়াবিন, আলু, পেঁয়াজ, হলুদ, জিরে, বিস্কুট, সাবান, সর্বমোট ১৫টি সামগ্রী বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য চকোলেটেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

উপস্থিত ছিলেন:- তন্ময় দত্ত (সহকারী সম্পাদক, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী), নীলকমল সেন (সদস্য, রাজ্য কার্যনির্বাহীমন্ডলী), কৌশিক পাল (জেলা কোষাধ্যক্ষ), মানস গুছাইত, সোমনাথ ঘোষ এবং অর্ণব মণ্ডল (জেলা সম্পাদক)।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন:-দেবব্রত চ্যাটার্জী।

চতুর্থ পর্যায়:-

তারিখ:- ২৮শে জুন ২০২০।

স্থান:-বাঁকুড়া সদর সাব-ডিভিশনের গঙ্গাজল ঘাঁটি ব্লকের কাপিষ্ঠা গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত কালনাপুর মাধবপুর গ্রাম।

সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা:- একটি গরীব দুঃস্থ পরিবার।

সামগ্রী:-৫০০০/-টাকা আর্থিক সহায়তা এবং একটি ব্লাড ডোনার কার্ড (যার মেয়াদ ২০২১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত)

উপস্থিত ছিলেন:- সুকল্যান মান্না।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন:-অঞ্জন ঘোষ এবং দেবব্রত চ্যাটার্জ্জী

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:- এই পর্যায়ে সমষ্টির পরিবর্তে ব্যক্তিকে সহায়তা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিগত ২৬শে এপ্রিল ২০২০ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে কালনাপুর মাধবপুর গ্রামের বাসিন্দা শ্রীমতী আন্না মন্ডলের দুরবস্থা সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। সেই উদ্দেশ্যে শ্রীমতী মন্ডল ও উনার থেলাসেমিয়া আক্রান্ত ছেলে ঋককে আর্থিক সহায়তা তথা একটি ব্লাড ডোনার কার্ড দিয়ে সমিতির পক্ষ থেকে সহায়তা করা হয়।

পরিশেষে এই সমস্ত প্রান্তিক মানুষজনের খুশি মুখের ছবিই আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া। তার সাথে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই প্রচেষ্টায় সাথে থাকার জন্যে, পাশে থাকার জন্যে। জেলা নির্বিশেষে বহু সদস্য বন্ধুর অনুদানের ফলশ্রুতি স্বরূপ এই ত্রাণকার্য আমাদের সমিতির প্রতি সদস্যের ভালবাসা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতাকে বারে বারে প্রমাণ করে এসেছে ও ভবিষ্যতেও করে যাবে।

ধন্যবাদান্তে,

অর্ণব মণ্ডল

(জেলা সম্পাদক, বাঁকুড়া জেলা শাখা)

"করোণা ত্রাণে জলপাইগুড়ি"

১৭ই মে, ২০২০

জলপাইগুড়ি

বিগত ১৭ই মে ২০২০ জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া 'মুন্ডা' বস্তিতে ২০০টি আদিবাসী পরিবারের হাতে চাল, ডাল, আলু, সব্জী, সাবান, মাস্ক, তেল, বিস্কুট, সোয়াবিন, আদা, নুন ইত্যাদি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। আগের দিন এলাকায় গিয়ে স্থানীয় একটি ক্লাবের সহায়তায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুপন বিলি করে আসা হয়। ১৭ই মে সকাল দশটা থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিলি করা শুরু হয়। প্রত্যেককে সুশৃঙ্খলভাবে, দূরত্ব বজায় রেখে লাইন করে একে একে খাদ্য সামগ্রীর ব্যাগ হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রথমে তাদের হাত স্যানিটাইজার দিয়ে শোধন করে নেওয়া হয়, তারপর অত্যন্ত সুচারুভাবে ২০০টি আদিবাসী পরিবারের প্রতিনিধির হাতে ত্রাণ তুলে দেওয়া হয়।

এর আগেও সকল সদস্যদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে রামকৃষ্ণ মিশন জলপাইগুড়ি শাখায় মোট ১৭০০০/- টাকা দান করা হয়।

পারিজাত বসু

সম্পাদক

জলপাইগুড়ি শাখা

কোভিডকালে উত্তরদিনাজপুর জেলা কমিটির প্রয়াস

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির সকল সাধারণ সদস্যের উদ্যোগে ও রাজ্য কমিটির আন্তরিক সহযোগিতায় গত ইংরেজি ১০ই মে,২০২০ তারিখে কালিয়াগঞ্জ ব্লক এর বিভিন্ন গ্রামে ১১০ টি হতদরিদ্র আদিবাসী পরিবারকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করা হয় এবং ১৩ ই জুন ২০২০ তারিখে হয়েছে ঐ জেলারই করণদিঘী ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের ১২৫ টি অতিদরিদ্র পরিবারকে চিহ্নিত করে তাদের হাতে কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়।

উক্ত অনুষ্ঠান দুটিতে সংগঠনের জেলা সম্পাদক ও জেলা কমিটির বিভিন্ন সদস্য- বিদ্যুৎ কুমার মাঝি, শুভদীপ প্রসাদ, রূপক কর্মকার, কৈলাস সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। করোনাভাইরাস এবং লকডাউন এর কারণে মানুষ যখন গৃহবন্দি হয়ে দিশাহারা ঠিক তখনই বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সংক্রমনের সকল আশঙ্কাকে উড়িয়ে দিয়ে সমিতির সদস্যদের নেওয়া এই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ একদিকে সমাজের দরিদ্রতম কতিপয় মানুষের দুঃখ দুর্দশা কিছুটা লাঘব করার পাশাপাশি যদি কতিপয় অপরাপর সংগঠন বা সাধারণ মানুষকে সেবাব্রতে উৎসাহী করে তুলতে পারে তাহলেই আমরা নিজেদের এই কর্মসূচীকে সফল বলে মনে করব।

শংকর সাহা

জেলা সম্পাদক

করোনাত্রাণে বীরভূম জেলা কমিটি

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির বীরভূম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে করোনা কবলিত লকডাউন এর কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে সমিতির বিগত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ রেখে দুটি পৃথক দিনে চিহ্নিত কিছু দুঃস্থ পরিবারের সদস্যদের কাছে করোনা ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হয়।দুটি ক্ষেত্রেই মূলত বোলপুর মহকুমা থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমটির আয়োজন করা হয় 16 ই মে বোলপুর ব্লকের সিয়ান অঞ্চলে। 55টি দুঃস্থ পরিবারের প্রতিটি কে একটি 400 টাকা মূল্যের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। বীরভূম জেলার সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে সর্বসাকুল্যে 53 হাজার টাকা সংগৃহীত হয় যা ত্রাণ সামগ্রী ও গাড়ি ভাড়া সহ দুটি পর্বে খরচ করা হয়।দ্বিতীয় পর্বে বেছে নেওয়া হয় রূপপুর অঞ্চলের 100টি আদিবাসী পরিবারকে। চাল,মসুর ডাল, সয়াবিন,ছাতু,সরষের তেল,নুন,চিনি ও সাবান সম্বলিত প্যাকেট তুলে দেওয়া হয় প্রতিটি পরিবারের হাতে।দিনটি ছিল 31শে মে। পরিবারপিছু ধার্য ছিল 290 টাকা। দুই পর্বে উপস্থিত ছিলেন সদস্য বন্ধু জয়দীপ রুদ্র, সঞ্জয় রায়, আনন্দিতা রায়চৌধুরী, নীলকমল কর এবং হীরক মহান্তি। আগামী দিনেও যেকোনো প্রতিকূল অবস্থায় প্রিয় সমিতির প্রেরণায় একই রকম সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ বীরভূম জেলা কমিটি।

আনন্দিতা রায় চৌধুরী

বিশেষ রাজস্ব আধিকারিক-২

"মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও".....

"কেন শুধু শুধু ছুটে চলা, একই একই কথা বলা নিজের জন্য বাঁচা নিজেকে নিয়ে?

যদি ভালবাসা নাই থাকে, শুধু একা একা লাগে, কোথায় শান্তি পাব, কোথায় গিয়ে? বলো কোথায় গিয়ে?"

এসব প্রশ্ন সবসময় ঘুরপাক খায় মনের মধ্যে। তাই স্বপ্ন দেখার জন্য চোখ পাতি। আমরা ছুটে যাই মানুষের কাছে।

আমরা মনে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কমিটি। লকডাউনের দিনগুলিতে না খেতে পাওয়া মানুষের কান্না আমাদের চোখ ভিজিয়ে দিয়েছিল। তাই নিজেদের মত করে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম মানুষের পাশে। অনেকটা কোভিডের ভয় তুচ্ছ করেই।

সবসময় পারিনি নিজেরা সামনে দাঁড়াতে। তখন যারা দল বা ধর্মের পতাকা ছুঁড়ে ফেলে মানুষের পাশে ছিলেন ভরসা দিয়েছি তাঁদেরই। এই কাজে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন সমিতির সদস্যরা। তাই মাত্র তিনমাসে আমরা সংগ্রহ করেছিলাম প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা। সদস্যরা ছাড়াও আমাদের বহু শুভাকাঙ্খী আমাদের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সহযোগিতার হাত। আমরা আন্তরিক ভাবেই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ আমাদের প্রতি আস্থা রেখেছেন বলে। করোনার গোদের উপরেই বিষফোঁড়ার মত এসেছিল আমফানের অভিশাপ। আমরা থামিনি। আমরা ছুটে গিয়েছিলাম জেলার প্রান্তিক মানুষের কাছে। হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালির নদীমাতৃক গ্রামে আমরা গিয়েছিলাম আমাদের ভালোবাসা নিয়ে। হয়তো ওঁদের সব চাহিদা আমরা মেটাতে পারিনি, সাধ থাকলেও তেমন সাধ্য আমাদের ছিল না। তবু মানুষের কান্নার পাশে দাঁড়াতে পেরেছি বলে মানসিক শান্তি পেয়েছিলাম। বুঝেছিলাম শান্তি এখানেই..."বলো কি তোমার ক্ষতি? জীবনের অথৈ নদী/পার হয় তোমাকে ধরে, দুর্বল মানুষ যদি?"...

এই শান্তির সুলুক পেতে আমরা ছিলাম কমিউনিটি কিচেনের রান্না ঘরেও। লক ডাউনের সময় দেখেছি চাল ডাল তেল পেয়েও রান্না করার সংস্থান নেই বহু মানুষের। পথের ধারে, রেলের প্লাটফর্মে যাদের বাস কিংবা পথেই কাটে যে ভবঘুরের জীবন তাদের মুখে ডাল ভাত তরকারি তুলে দিতে পেরে আমরা অসীম তৃপ্তি পেয়েছি। বারাসাতের বনমালিপুর ফাইভ স্টার ক্লাব সংলগ্ন জনা তিরিশেক যুবকের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা সব ধর্মের মানুষের মধ্যেই খুঁজেছি ঈশ্বর। একই পংক্তিতে বসতে দেখেছি রাম রহিম আর যীশুকে।

আমফানে চাল উড়ে যাওয়া দুটি বিদ্যালয়ের সংস্কারের জন্য আমরা আর্থিক সহযোগিতা তুলে দিয়েছি রাজ্য কমিটির হাতে। ফলাও করে এসব নিয়ে নিজেদের মুখে নিজেদের কথা বেশি বললে "আত্মাভিমানের মদ" এসে আমাদের ...গিলে নিতে পারে। এমনকি যাঁদের জীবন আর যাপনকে রক্ষা করার জন্য আমাদের ছুটে যাওয়া, অসম্মানিত হতে পারেন তাঁরাও। কারণ, "মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায় তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না-করা" (রবীন্দ্রনাথ)। তাই তাঁদের প্রতি আমাদের বিনম্র ভালোবাসা দিয়ে এই বক্তব্য শেষ করলাম।

-বিশ্বজিত দাস

রাজ্যস্ব আধিকারিক

উঃ চব্বিশ পরগণা জেলা

করোনা সংকটকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির কর্মযজ্ঞের একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

মহাকালের গর্ভে যে নিযুত ঘটন-অঘটনের সম্ভার প্রতিনিয়ত অনির্দিষ্টকালের জন্য সঞ্চিত হয় তারই মধ্যে দুএকটি আমাদের সমষ্টি জীবনে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক অথবা নেতিবাচক প্রভাব রেখে যায়। ইতিহাস সযত্নে এই ঘটনা সকলকে বক্ষে ধারণ করে আমাদের সমষ্টি মননকে চেতনার উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে। করোনা অতিমারির এই মহাসংকট কালে একাধারে আমরা দেখেছি বিশ্বব্যাপী অগণিত মৃত্যু পুঁজি ও বাজার পরিচালিত উৎপাদন ব্যবস্থার মর্মান্তিক সীমাবদ্ধতা, বীমা ব্যবস্থার আড়ম্বরের আবডালে তথাকথিত উন্নত বিশ্বের বেহাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, অসংগঠিত ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষের বুভুক্ষু মিছিল। অন্যদিকে আত্মপ্রকাশ করেছে এই মহাসংকটের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়া শ্রমজীবী মানুষের অদম্য প্রাণশক্তি। পরিকাঠামোর অপ্রতুলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের চিকিৎসক-নার্স, অন্য হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মী, আমাদের পুলিশ, প্রশাসন, প্রচারের বৃত্তের বাইরে দাঁড়িয়ে সেবা প্রদানে তৎপর অসংখ্য ক্লাব, অসরকারি প্রতিষ্ঠানের হৃদয়াবেগ, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আকাঙ্ক্ষা।

এই প্রেক্ষাপটেই পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির সদস্যদের দ্বারা সংঘটিত জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হওয়া বিভিন্ন কর্মকাণ্ড খানিক মূল্যায়নের দাবি রাখে। মাসের-পর-মাস চলতে থাকা লকডাউন, সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং ইত্যাদি অগণিত প্রতিকূলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে সমিতির আধিকারিকেরা শুধুমাত্র হৃদয়াবেগ অবলম্বন করে অসহায় মানুষের পাশে ছুটে গেছেন সংক্রমনের ভয়কে উপেক্ষা করে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অপরাপর সদস্যরা সমাজ মাধ্যমে আবেদন করেন বিভিন্ন জেলায় গৃহবন্দি হয়ে থাকা সভ্যদের তাদের কর্মভূমির প্রতি সামাজিক দায় পালনের; চলতে থাকে অর্থ সংগ্রহ। সাগ্রহে এগিয়ে আসেন এই সমিতির অসংখ্য কর্মরত এমনকি অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিকেরাও। সমিতির সভ্য নন এমন কয়েকজন শুধুমাত্র মানবিকতার টানেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সমিতির পক্ষ থেকে তাদেরও সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সমিতির অকুতোভয় সদস্য মানসদা, সৌমেন দত্তদা দের অক্লান্ত পরিশ্রমে একের পর এক কর্মকাণ্ড চলতে থাকে। চৌরঙ্গী মোড়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি, মেদিনীপুর সদর হাসপাতালে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি, খড়গপুর ১ ব্লকের অন্তর্গত ট্যাংরাশোলে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ,ওই একই ব্লকের অন্তর্গত অন্যান্য স্থানে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, বিভিন্ন স্কুলে চারা গাছের বিতরণ ইত্যাদি। মেদিনীপুর এম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের হাতে তুলে দেওয়া হয় 25 টি পিপিই কিট।

অতিমারির সর্বগ্রাসী প্রকোপ আজ খানিক হলেও প্রশমিত। বিজ্ঞানী- গবেষকদের নিরলস প্রচেষ্টার পরিণামে আবিষ্কৃত হয়েছে করোনার একাধিক প্রতিষেধক। দেশে দেশে সরকারি, বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় চলছে টিকাকরণ কর্মসূচি। ভারতবর্ষেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি উদ্যোগে দ্রুতগতিতে পরিচালিত হচ্ছে টিকাকরণ কর্মসূচি। প্রাত্যহিক সংক্রমণের হার কমেছে অনেকটা। এরই মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সপ্তদশ নির্বাচনযজ্ঞ। আর এই সকল ঘটনার আবর্তে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির একজন সদস্য-আধিকারিক হিসাবে সমিতির সংগ্রামের ইতিহাসকে কুর্নিশ জানানোর মানসেই এই সংক্ষিপ্ত অবতারণা।

সৌমেন দাস

রাজস্ব আধিকারিক

লকডাউনে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ত্রাণ বিতরণের বিবরণ

করোনা সম্পর্কিত উদ্ভুত অতিমারী পরিস্থিতিতে দুঃস্থ মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করা পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির নির্দেশিত পথে সমিতির পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাখা ত্রাণ সংগ্রহ করতে নেমেছিল। আমরা গর্বিত এবং আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ আমাদের বর্তমান ও প্রাক্তন সদস্যদের প্রতি যাদের অকুন্ঠ সহযোগিতায় আমরা সব মিলিয়ে ৮০ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম।

এই ৮০ হাজার টাকা সঠিক ব্যবহারের জন্য আমরা বেছে নিয়েছিলাম তিনটি ভিন্ন ক্ষেত্র।

প্রাথমিকভাবে আমরা ৩০ হাজার টাকা ত্রাণ ভারত সেবাশ্রম সংঘের মহিষাদল শাখার হাতে তুলে দিয়েছি। এবং সাথী হয়েছি পূর্ব মেদিনীপুরের দুটি গ্রামে অন্ন সেবা কার্যক্রমে।

দ্বিতীয়স্তরে করোনা যোদ্ধাদের কুর্নিশ জানিয়ে ও তাদের সুরক্ষার কথা মনে রেখে, সুরক্ষা সরঞ্জাম সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কেনার জন্য জেলার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান সমিতির তহবিলে ২৫ হাজার টাকা জেলা মুখ্য জনস্বাস্থ্য আধিকারিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এবং সর্বশেষ প্রচেষ্টা হিসাবে জেলাশাসকের হাতে তুলে দেওয়া হয় আরও ২৫ হাজার টাকা, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করার জন্য।

অভিজিৎ চক্রবর্তী

রাজস্ব আধিকারিক

RELIEF PROGRAMMES UNDERTAKEN BY SOUTH 24 PARGANAS DISTRICT COMMITTEE

The journey of WBLLROA across four decades has been an enterprising one to say the least. It has taught us to abide by the obligations and commitments we have towards our society. Standing by the repressed and distressed – be it for some socio-political upheavals or for some natural calamities. WBLLROA has always been a torchbearer. The call of humanity has not only made WBLLROA to hit the streets joining hands with the commoners exhibiting protests but also to respond with relief to places as and when required.

The present-day calamity on the entire human race inflicted by the Novel Corona virus pandemic is sweeping across the globe has had its impact on our state as well. The Covid-19 rampage has surpassed the devastation of all previous catastrophes in terms of its aftermath and the far-reaching effects. With the scenario getting worse, we, the members of South 24 Parganas District Committee unanimously pioneered setting up of a “Special Coronas Relief Fund” in our district. The phase-I of our relief programme was reflection of our initiative for the Covid-19 affected people.

Before any answers for the Covid-19 could be found, parts of our state got battered by the onslaught of devasting cyclonic storm – Amphan. Sundarbans were left gasping for breath under its jolt and widespread vandalization. This fragile state of affairs depicting extensive damage of property which jeopardized lives of thousands demanded an immediate initiative – it diverted our relief schedule as we further undertook some relief operation – this time for the cyclone hit people of the Sundarban area which ultimately culminated in our Phase-II and Phase-III relief activities. The Final Phase or the Phase-IV involved participating in the endeavor of the Central Committee of our Association which involved contributing to the cause of refurbishment of an Amphan battered school in G-plot in Patharpratima block.

It is pertinent to mention here that all social distancing norms along with other regulations as was in force owing to the outbreak of the novel Corona virus was strictly followed and maintained by our fellow members participating in the said relief works.

Phase I : Mission Ramakrishna Mission

Nationwide Lockdown had earlier crippled the prospect of in situ relief distribution amongst the Covid-19 affected people. Circumstances prompted us to collect donation through Online Transaction. An overwhelming response from the members of South 24 Parganas along with assistance from some members not pertaining to our district helped us to collect 1,12,000 INR. Though online collection of funds might sound easier but it was actually the other way around. But despite of technical barriers faced by certain members regarding submission of funds, other members came forward to bail them out of the impediment – kudos to the Team Effort from members of our district!

Unanimous approval from our members made us to donate the raised sum to none other than Ramkrishna Mission, Narendrapur – the institute renowned for working at ground level. Later on, the RKM authorities conveyed us through some photographic evidence about the optimal utilization of our donated fund by distributing aid among the deprived.

Phase II : The Bhangankhali Assignment under Basanti block

It was time to hit the field and check the ground reality! Cyclone Amphan has had its deepest impact on the Sundarban adjoining areas of the State and Canning block was no exception. After consulting a gamut of NGOs, Samaj Unnayan Kendra, a Baruipur based NGO was zeroed in on – matching with our modus operandi being the principal factor working in their favour as our choice. The said NGO had identified about 90 Amphan hit families along the embankment of river Matla whose lives were in total tatters. We decided to go ahead with this noble cause. Items listed for distribution included Tarpaulin, Satoo, Batasha,

ORS, Sanitary Napkins, Biscuits, Soaps and Drinking water pouch. Also the proposal to give away some old clothes in new conditions along with the relief materials turned out to be a wonderful idea. Notwithstanding the sultry sun and extreme humidity, we went about our task by visiting nearly every household in the vicinity of our distribution point and dispensed with the relief materials to the deserving families. Though challenging weather condition was taking its toll on us but the spectacle of the plight of living conditions of those people was more telling and unsettling than our discomfort. The rampant storm had left no stone unturned to turn lives of people into wreak. We may not have been able to satisfy every need of those families but surely could manage to mollify their expectations to a greater extent. Those pleased faces definitely sent this message. As we were hitting the fag end of our endeavor, the unforgiving sun had become complaisant; the hostile winds had relented and got cooler. We spend some precious time by the river to get our breath back. Our members' officer and BL&LRO Sri Sankar Panja had accompanied us all through and was instrumental in making our initiative a successful one. It was fulfilling to witness more people – we set forth our next agenda – relief work at Patharpratima.

Phase III : The K-Plot endeavour under Patharpratima block

Patharpratima – the worst Amphan-affected block was our obvious choice. We decided to choose K-plot island for the noble cause as relief programmes often remain limited to mainland – so going to an island was an apt decision.

Sometimes Google shows you the distance but not the real distance until you hit the road. A mere 110 odd kilometers journey can often become an ordeal of 300 Km if the road conditions offer you a bumpy and roller-coaster ride complete with pre-monsoon showers adding to the woes. The pathetic road conditions had ensured our arrival a good 3 hours behind our planned schedule. It was ignominious on our part to witness people braving the sun and occasional downpour for hours to get whatever little we could afford. After a nervy, jerky 7 hours' drive, we finally reached Achintyanagar Ferry Ghat where boats were ready to move us along with relief materials across the river.

A merry ferry of 10 minutes with cool breeze caressing us filled our souls with bliss. A sudden jittery anchor across the river shook us up to realize that we were done with the boat ride. Sundari, Goran and a host of other mangrove species flocked the river banks with their pneumatic roots strutting out defined the vegetation of the region. Flora and fauna here manifest a gamut of adaptive features to survive in the typical saline conditions.

Off we went with our materials on some van rickshaws to the point of distribution. While enroute, the fallen trees and towers, waterlogged fields yelled aloud the rampage and ravage carried out by the Amphan Cyclone in these remotest corners. Broken huts and damaged thatched roofs were enough to make us realize as to how life and property was put on the edge in the eye of the furious strom.

To make up for the lost time we immediately got into the thick of things as we did not want the wait to those needy people to get further prolonged. New Sarees, Biscuits, Mustard Oil, Soaps were locally arranged by our member officer and BL&LRO Patharpratima, Sri Avjit Kundu, which were ferried from Patharpratima block office after crossing two rivers enroute while Sattoo, Batasha, Soyebean, ORS, Sanitary Napkins were brought from Kolkata. Our relief materials were distributed amongst 65 families of the island. The wait was definitely longer for them but their smiling faces in the end really made our day. The efforts these families have to impart daily to stay alive and keep up with life, the challenges they have to face regularly from these grueling conditions – only depict the ever-widening gap between the haves and the have-nots.

After the distribution got over, we trudged along the fields to get to our destination for lunch. Soon we are dabbing into some taste buds rejuvenating meals. We were being treated to some earthly recipes which

were absolute gastronomic delights – a fitting instance of culinary skills which emanated a flavor – rich with unique blend of perseverance, love, humility and hospitality. Conversing with the family that had made arrangements for lunch, we were all ears to their horrifying experiences about the mayhem done by the catastrophe which had shaken their lives forever. Development looked like a far-sighted dream buried under the burdens of reality. But all these shortfalls had failed to make its impact on the bubbly children as they were a bunch of gleaming innocence as ever.

A molten sun was whispering us about the time to head back. We strolled along the embankment and indulged ourselves in some lens work framing the quaint river and the unbounded winds that changed the canvas of the blue skies with floating clouds. Soaking in the ambience of the mother nature we proceeded towards jetty ghat to get to mainland. The golden waters coupled with enchanting light zephyr summed up the mood for the day as tranquil dusk and serene landscape bid adieu to us. The successful execution of this scheduled programme has its roots to the dedication and organization prowess of Sri Avijit Kundu without whose efforts this programme would not have seen the light of the day. Sri Kundu also took the trouble to handover new clothes and sarees to the family which had made arrengements for our lunch. Again, sri Kundu on his own accord made arrengements for distributing relief materials among the disadvantaged people through his office on 27.06.2020. thus, the entire office team of BL&LRO Patharpratima needs to be congratulated for holding such a distinction in the entire district.

Google has already informed us that no alternative routes exist, so we were again staring at the prospect of another pathetic journey adorned with potholes and craters. But those satisfying faces, those angelic children had dramatically washed away all our fatigues. Deep in our mind we promised ourselves to embark on such a journey again to extend our help to destitute people – just to witness some smiling faces amidst the scores of destructions and devastations.

Phase-IV : Relief on School

After the three-fold relief programme undertaken by the South 24 Parganas District Committee to lend support to the people hit by the double reversals of nature – the Covid-19 pandemic and cyclone Amphan, the members of our district were at it again as they did not hesitate to raise another hefty fund as donation for actively participating to the call of the State Committee of our beloved Association for refurbishing two schools, one each in South and North 24 parganas districts which were battered by the devastating cyclone Amphan. Accordingly, Uttar Surendra Ganj FP School located at G-plot island under Patharpratima block was chosen after identification by our member and BL&LRO Patharpratima – Avijit Kundu. The members again took the onus on them and donated generously. With utmost participation, our district was able to collect 45,000 INR for the said purpose. Similarly, collection from all other district had poured in. The State Committee decided to donate 1,50,000 INR for the first phase on 29.08.2020 with a promise to grant another fifity thousand rupees once the instant fund got utilized.

Soon the designated date arrived and a team comprising of Dwaipayan Khasnabis, Debashis Sengupta, Prasenjit Biswas, Bimal Ghosh, Priya Gosh along with Retired members Dipak Chakraborty, Kumar Shankar Roy and family headed off. We had anticipated that our journey to G-Plot island may not be as intolerable and agonizing as our last endeavour at K-plot island of Patharpratima. But pathetic and deplorable roads failed us and fooled us once again!

After a journey extending 5 hours, we made it to Ramganga from where we were scheduled to undertake a near 70-minute cruise to reach Chandmari Ghat at G-Plot with a further 30 minutes ride down the island to reach our destination. After the jittery journey, some relief-both physical and mental was badly needed and the sail across the nature's lap surely offer the same. As we left the bank after 1.30 pm, we were treated with typical mangrove vegetation swarming the levees which were idiosyncratic of the Sundarbans. Some fish catching trawlers along with dinghies of local fisherman accompanied us in our stride through

the rough tidal waters. Dilapidated jetties and crumbling river banks summed up the stories of commute by the locals in those islands who are leading lives beyond the ambit of modern amenities. Ours were the last deboarding point with 5 of them enroute-some without any jetties at all! Thankfully, no such adventurous disembark awaited us. We got on to van rickshaws and reached the school in a while.

The Teacher-in-charge along with his staff were ready to welcome us. The plight of the school which looked more of a construction site after Amphan rampage vindicated our decision. Soon, the goodwill gesture of handing over the cheque of 1,50,000 INR by Dwaipayan Khasnabis and Debashis Sengupta was completed. I pondered and dwelled upon the savoured moment that how my beloved Association stays focused on the social obligations and commitments despite handling all other materialistic affairs! Thoughts of students flocking the school which would get refurbished with assistance from my Association filled my heart with joy, pride and glory…

We headed for the Gobardhanpur sea beach negotiating narrow pathways on our van rickshaws. An instant déjà vu enraptured us…pleasing breeze, roaring sea and a silhouette sun shrouded in misty clouds created scenes which would remain etched to our memories. Our exiguous souls seemed to have escaped the confinement of daily life…for moments, we were like free spirits far away from the hustle and bustle of a busy city life…

As all good things come to an end, so did our golden moments by the magnanimous sea. We started our journey back with refreshed heart and soul. To add twist to the tale, our journey back to the mainland was not a thoroughfare like the way we went there – two ferries and two van rickshaw rides via another island was our prescribed route in the absence of a direct ferry. A moonlit ferry to Ramganga was fascinating to say the least as the brilliant moon silvered the tidal waters and kept us illuminated and interested. Mainland was reached and the spell of a captivating and engrossing boat ride amidst the nature was broken. While rewinding and reliving those beguiled moments of the journey, we embarked on the last leg of our journey back home in our cars…

In our little endeavours to lend helping hands to the people whose lives had witnessed severe calamities, I would convey my thanks to all the participating members of our South 24 Parganas. The crucial role of all the Unit Secretaries of this district also deserves special mention as their efforts held the key in our programmes.

Without whom these programmes would not have been possible include my District Treasurer – Tanvir Ali Biswas who took all the donation amount during Phase-I in his personal account and made all the transactions himself.

A heartfelt thanks to our Retired Members who not only donated to the noble causes but also actively participated –Sri Dipak Chakraborty, Sri Kumar Shankar Roy and family, Sri Kishore Biswas and Sri Manoranjan Saha.

Thanks to our members from other districts who strengthened our mission – Sri Bhabendranath Mondal, Sri Manas Sengupta, Sri Pradip Roy, Sri Suchandan Samanta, Sri Prasenjit Biswas, Sri Amitava Sengupta, Sri Dwaipayan Khasnabis, Sri Debashis Sengupta, Smt. Lopamudra Paul, Sri Biswajit Roychowdhury, Sri Abhijit Chakraborty, Sri Animesh Chowdhury, Sri Pintu Biswas and Smt. Priya Ghosh.

Thanks to the State Committee members for coming up with such a unique humanitarian act of benevolence and unconditional support which will stay with our memories forever and continue to guide us in times ahead.

And not forgetting Railfans United – a group of ferroequinologists who had voluntarily came up and joined

hands with us and donated to our noble cause.

This is not the epilogue of efforts. The present year has been embroiled in crises of immense magnitude that has shattered the human race and has pushed back the global economy by decades. WBLLROA has always been the human race of benevolence and compassion that has strived to stand by the deprived and disadvantages sections of our society. These social commitments have had a charming effect on its members and have always inspired us to carry forward the rich legacy and values. We will once again raise our hands to reach out and make ourselves count – no matter if another crisis surfaces, no matter if another calamity arises, no matter if another adversity strikes…

Long Live WBLLROA

Thanks with reagards,

Somsubhra Das

(District Secretary)

South 24 Parganas

Preparation of Record of Rights-Historical Legacy vis-a-vis the applied Act(s) and the Power and Jurisdiction of the Empowered Authority and the extent of Judicial Review

- Dwaipayan Khasnabis

Preparation of ROR based on framed legislation trace back to the provisions in the Bengal Tenancy Act, 1885.

Sections 101 to 115 of the said Act prescribe the mode, provision and judicial supervision of the process of framing of Record of Rights under the Act. Considering and understanding the economy of Bengal such time, it is not at all surprising that elaborate provisions for settlement of rent was an integral part of preparation of Record of Rights under the Act, though the proviso to Sec.101 primarily held that the issues related to settlement of rent for land held by nonagriculturists or for land not used for purposes of agriculture or horticulture will not come under the scope of settlement of rent under the B.T. Act.

Salient Features of Record Framing Under B.T.Act

S.101: The State Govt. may make an order directing that Record of Rights be prepared in respect of all land in any local area, estate or tenure. However, besides such general power, the State Govt. may also order such preparation of ROR on the basis of application of landlord/tenant and a particular proportion of them as prescribed and on them depositing or giving security for such expenses as to be incurred. Besides, the State Govt. may also order for preparation of ROR to address any dispute between landlord and tenant or if the local area/estate/tenure is managed by someone appointed by the District Judge or where settlement of land revenue is contemplated.

S.102: Provides for the particulars that are to be recorded in the ROR.

S.103: (A&B incl.): Provides for draft publication of ROR, accepting of objections, considering them and then certifying that final publication is complete. (this is commonly still referred to as "৩ ধারা " to mean draft publication)

S.104: After draft publication of ROR u/s 103A, the Revenue Officer shall set out to settle rents for all classes of tenants. There are detailed provisions for fixation of rents, prescribing table of rates, draft publication of the settlement Rent-roll, inviting objections thereof and disposing them and placing the Rent-roll for confirmation by the authority and then the finally framed Rent-role shall be incorporated in the published draft ROR u/s 103A. There was also scope of appeal before the superior revenue authority for the rent as fixed within two months of such order. Besides and beyond such appellate provisions there was scope for moving the Ld. Civil Court if anyone was aggrieved by the entry of rent or omission thereof as in settlement Rent-role and as incorporated in the published draft ROR.

S.105: Provides for instances and cases where settlement of land revenue has not been made but the same is taken up on the basis of application by the landlord/tenant within 4 months of final publication of ROR as per provision of S.103A(2). Sub-section B of Sec.105 also provides for deciding certain rules concerning the tenancy and settling the rent thereof.

S.106: Provides for institution of suits before Revenue Officer within 4 (four) months from the date

of certificate of final publication of the ROR in the form of a plaint on stamped paper for the decision of any dispute regarding any entry which has been made in the ROR or any omission thereof.

The dispute may be between landlord and tenant, or between landlords of same or neighbouring estate, or between tenant and tenant or whether relationship between landlord and tenant exists or whether the land is held rent free and propriety thereof or as to any other matter and the Revenue Officer shall hear and decide the dispute. However, as per provision to the Section, the R.O. was empowered to transfer any particular case to the Ld. Civil Court.

S.107: The Revenue Officer in all proceeding u/s 105/105A, 106 adopt the procedures as laid down in CPC for trial of Suits and his decision in every such proceeding shall have the force and effect of a decree of Civil Court between the parties (This is the famous '৭ ধারা' as still referred to in common terms).

Sec.108: Provided the scope of revision for an RO to review any order under Section 105, 106, 107 within 12 months.

Sec.109: Provided that ordinarily a Civil Court shall not entertain any application or Suit which is the subject matter of any application under Section 105 to 108. Sub-Section (B) to (D) of Section 109 provided for certain supplemental provisions in cases of fixation and recording of rents.

Sec.110: Provided for as to when the rent as settled by the Revenue Officer shall take effect.

Sec.111: Provides that ordinarily and outside the exceptions as provided normally a Civil Court shall not entertain any Suit for alteration of rent or determination of status of any tenant once the order under Section 101 for preparation of ROR has been made.

Sec. 112: Allowed the State Government to authorize special Settlement in certain cases in the interest of public order and local welfare and the Revenue Officer in such cases was invested with the power to further settle rents and even reduce it if there was report of extracting excess rent than that entered in ROR.

Sec.113: Provided for the periods for which the settled rents shall remain unaltered and in cases of tenure and occupancy holdings such period 15 years and for non occupancy holdings such period 5 years.

Sec.114: The Section provided for the raising of the expenses incurred in carrying out survey work, etc. and such expenses are recoverable from the landlords, tenants or occupants as arrears of land-revenue.

Sec.115: Provides the following:

i) That once the particulars as mentioned in Sec.102(b) of the Act has been recorded, there shall be no presumption as to fixation of rent.

ii) For the purpose of demarcating village boundaries and preparing ROR, the Revenue Officer shall adopt the village map or the unit of survey as provided by the Bengal Survey Act, 1875.

iii) Any Revenue Officer, specially empowered by the State Government may on application or on his own motion correct any entry in ROR within 2 years of the date of final publication if he is satisfied that such entry is owing to a bona fide mistake.

iv) The State Government shall appoint one or more persons to be a Special Judge for the purpose of hearing appeals from the decisions of Revenue Officer u/s 105 to 108 of the Act.

v) Appeal from the decision of Special Judge shall lie before the High Court.

Salient Features

1) The framing of ROR lays maximum stress on settlement of rent between different classes of tenants.

2) The order of Revenue Officer has the force of a decree of a Civil Court and is appealable before a Special Judge.

3) Draft and final publication of ROR to run parallelly with draft and final publication of Settlement Rent-Roll.

4) The Revenue Officer had the power to revise his own order under certain circumstances.

5) The cost of survey and expenses for maintenance to be incurred by the landlords/tenants/ occupants, etc.

Preparation of ROR under WBEA Act

Section 39-47 of the WBEA Act deals with provisions of preparation of ROR under WBEA Act.

Sec.39: The State Government may by order direct that either ROR be prepared in respect of any district or the ROR as prepared and finally published under BT Act be revised. The proceedings shall be in accordance with the Rules as framed i.e. the WBEA Rules, 1954.

Sec.40: Provides for mode of recording rents in ROR when the rent was in kind or partly in cash and partly in kind.

Sec.41: Provides for entering rent in ROR in respect of all lands as held by rayat or under-rayat and which were held free of rent and doing so the Revenue Officer shall take into cognizance land(s) of similar description and similar advantages in the vicinity.

Sec.42: Declares that the intermediary who is entitled to retain possession as per Sec.6 is liable to pay rent.

The rate of rent for agricultural and non-agricultural land are separately to be determined as per procedures laid down in the Section.

Also there is extant provision for determining the rent of land retained for the purpose of tea-garden.

Sec.42A: Provides for determination of rent if the same has not been determined before draft or final publication.

Sec.43: Provides that all rents as determined and entered in ROR has been correctly done.

Sec.44: Sub-Section (1) provides that Revenue Officer shall publish a draft ROR and shall receive and consider objections which may be made to any entry therein or omissions therefrom.

Sub-Section (2) provides that when the objections have been considered and disposed of according to the rules as framed, the Revenue Officer shall cause the record to be finally published and make a certificate stating the fact of final publication.

Sub-Section (2a) provides that an empowered officer may, within nine months on application or within sixty years on his own motion from the date of final publication of the ROR, revise an entry after giving persons interested an opportunity of being heard.

Sub-Section (3) of the Section 44 provides for preferring appeal against any order u/s 44(2a) and provides for appointing Tribunal for such purpose and as per Section 55 of the Act such Tribunal shall be of the rank of a single Judge of the District Court or Additional District Judge.

The other Sub-Sections of the Section primarily hold that the ROR so finally published shall be presumed to be correct.

Sec.45: Provides for correction of bona fide mistake in ROR within nine (9) years from the date of certificate of final publication of ROR u/s 44(2) of WBEA Act.

Sec.45A: Provided for correction of ROR in pursuance of order u/s 5A of WBEA Act which relates to determination of any transfer as bona fide or male fide.

Sec.46: Provided ban to Jurisdiction of Civil Courts and specially declares that once order u/s 39 of the Act directing preparation of ROR has been made, then the Civil Court shall not entertain any Suit/Application for determination of rent or of status of any tenant or the incidents of any status of any tenancy to which ROR relates and in fact if any Suit is pending on such matter it shall abate till the statutory period of appeal u/s 44(3) is over or if appeal under such Section has been filed, till the appeal is disposed.

Sec.47: Provides that once the ROR has been finally published and once notification u/s 4 of WBEA Act has been published, then as soon as after the date of vesting, the ROR shall be modified by eliminating the interests of the intermediaries which have vested in the state and showing the tenants directly under the state.

Se.48: The cost of preparation of ROR shall be borne by the State Government.

The particulars to be recorded in ROR, the process of determination of rent of non-agricultural tenants, intermediaries retaining land, etc. as also the process of filing appeal are detailed in the WBEA Rules, 1954.

Salient features and significance of ROR under WBEA Act

1) To determine the person in possession on the date of vesting under the Act and to establish such person, if eligible to hold considering ceiling provisions, directly under the State by abolishing all intermediaries.

2) To determine compensation that each intermediary is entitled to get for loss of rent receiving interest as also for the khas land that are not retainable. The calculation of gross income and net income is determined from the rents as entered in ROR.

3) The order of Revenue Officer is appellable before the Ld. Tribunal chaired by a

person of the rank of District Judge/Additional District Judge.

Preparation of ROR under WBLR Act

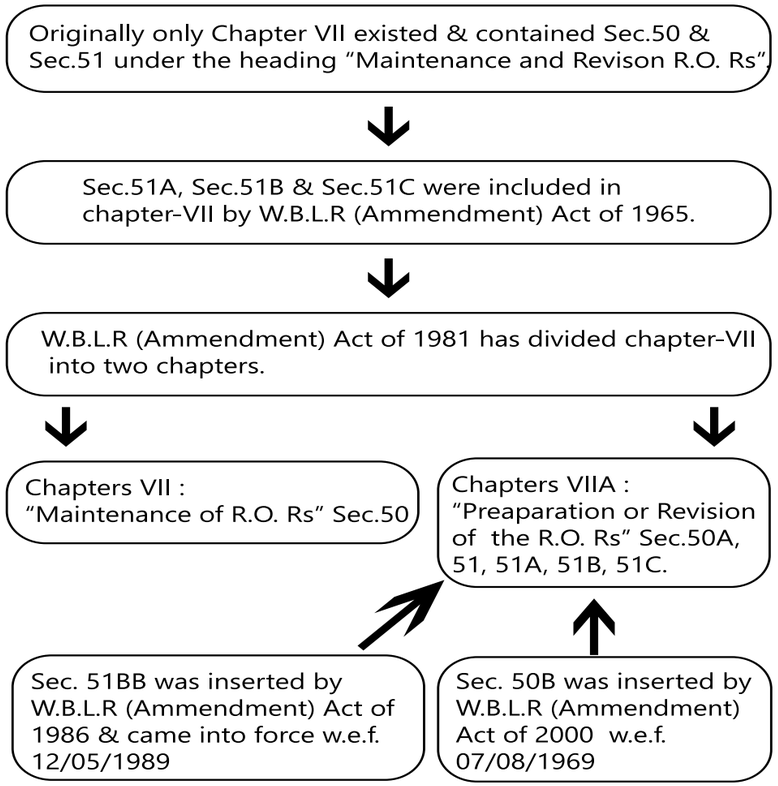

Sec under W.B.L.R Act	Subject
Sec.51(1)	State has power to make an order directing that R.O. Rs in respect of any district or part thereof be revised or prepared.
Sec.51(2)	Order by notification which shall be the conclusive evidence.
Sec.51(3)	Empowers Revenue Officer to record prescribed particulars in the R.O.R. Particulars to be recorded are laid down in Rule 23 of W.B.L.R. Rules, 1965.
Sec.51.(4)	Deleted
Sec.51(5)	One Man one Khatian (OMOK) under one mouza, **Rule 22:** When an order has been made u/s 51, R.O. Rs shall be revised or prepared as per procedure elaborated in schedule A which is appended to this Rule.

Sec.51 (it is to be noted that any of the 5 steps may be omitted or amalgamated with another with the prior permission of the state government.	**Schedule A** There are 8 (eight) stages for revision or preparation of R.O. Rs. Namely :- (i) **Traverse Survey:** It shall ordinarily be carried out by theodolite observation. (ii) **Cadastral Survey:** It is based upon traverse survey. A large scale map is prepared for each village. Proviso to the Rule gives the scope to the State Government to dispense with preparation of map by cadastral survey and there is scope to prepare/adopt the map or plan otherwise prepared with such modification as deemed fit. Also there is scope for the settlement officer to submit proposal for redetermination of the unit of survey and record over and above the unit applied in previous survey and L&LR Dept. (actually BOR in Rule but since Department) may pass order to that effect. (iii) **Khanapuri:** it means preliminary record writing. At this stage khasra is prepared and also there shall be prepared a khatian for each group of persons jointly interested in the land. Rule 23 describes the particulars to be recorded in khasra as also khatian. Actually this preparation of Khatian is a composite work of this stage and the following two stages. (iv) **Bujharat (or Local explanation):** Areas of fields to be extracted & entered in draft-khatians'- copy of each draft khatian ("kacha parcha") be distributed to respective person(s)/body- Each kh.be examined on the ground with reference to the village map & explained to the concerned person(s) and necessary corrections be made in the map, draft record, distributed khatian etc. (v) **Attestation:** As per rule, a proclamation is published before attestation begins and all the rayats are given a call to appear before the Revenue Officer with relevant documents in support of their claim to title and possession and Revenue Officer shall read out all the entries in the individual khatians of the raiyats and any dispute relating to entry concerning ownership, etc. shall be decided by Revenue Officer by holding a summary enquiry based on present possession. Revenue Officer is empowered to assign separate plot number when the land has been partitioned. (vi) vi. Publication of the Draft R.O.Rs [Sec.51A(1) read with Rule 24]: Only to remember that the prepared and revised ROR is placed for inspection for 1 month and objections in from 9 shall be filed by objectors along with copies of objections and copies of notices to be served upon interested persons.

Sec under W.B.L.R Act	Subject
51A(1)	Draft publication of R.O.Rs & disposal of objections to such draft record after hearing
51A(2)	Preparation & final publication of R.O.Rs and issuance of a certificate stating the fact of such final publication and date thereof
51A(3)	Separate publication of different parts of draft record may be made under sub section (1) or sub section (2) for different local areas.
51A(4)	Revision of finally published R.O. Rs; may be done on application within 1 year of final publication or on his own motion within thirty-five years of final publication The expression "revision" includes both correcting an entry which has already been made & also by supplying the omission which are not in the R.O. Rs before revision
51A(5)	Provides for Appeal against an order, passed u/s 51A(4)/51B and collector is the primary authority to hear the appeal which, however, may be transferred by the collector (ADM & DLLRO) to any subordinate officer who however should be superior to disposing officer. Time limit for preferring appeal is 1 month and delay may be condoned on satisfactory reason as per provision of Sec.5 of Limitation Act.
51A(6)	Certificate of final publication shall be conclusive proof of such publication and of the date thereof.
51A(7)	Date of final publication may be declared through gazette notification
51A(8)	Certified copies of finally published Record of Rights is acceptable in any suit, proceeding etc.
51A(9)	The finally published R.O.Rs is presumed to be correct. However, correctness may be rebutted if the evidence is placed to show that such entry is incorrect.
51B	Was originally added to the Act by the Amendment of 1965 but was later substituted to the present from by the Amendment Act of 1981.

	The Scope of Sec.51B is to provide opportunity for correction of the R.O.Rs at any stage of revision or preparation of R.O.Rs under chapter VIIA, but before the final publication of any such record of rights.
	Sec. 51B is appellable under Sec.51A(5)
Sec.51BB	Revision of correction of entry in record of rights before or after final publication, in pursuance of an order under chapter IIB, or on account of any amendment made under the Act after serving notice of all interested parties. **Purposes:** i) Preparation of a separate khatian by amalgamating the exiting khatian of raiyat as per prescription in Sec.51(5) ii) Correction of bona fide mistakes

Sec.51C: When an order has been made under Sec.51(1) directing revision of ROR, no Civil Court shall entertain any suit or application for the determination of revenue or the incidents of tenancy to which the ROR relates, and if any suit or application in which the aforesaid matters is in issue, shall be stayed

No Civil Court shall entertain any suit or application concerning any land if it relates to alteration of any entry in the record-of-rights finally published, revised, corrected or modified under any of the provisions of this chapter.

This is very important Section as far as the issue of defending Title Suits concerning private parties in which BLLRO is a necessary party, are concerned. Our normal submission may remain that the Ld. Civil Court is fully empowered to adjudicate the question of title of private parties in any land but it cannot adjudicate issues related to entries in ROR for the bar of this Sec.51C and because WBLR Act itself in the form of appeals u/s 54, etc, or further the scope of adjudication by WBLRTT remains before the litigants in such cases.

Rule 23 of WBLR Rules lays down the particulars that may be recorded during revision/prepration of ROR u/s 51; viz:

a) The name of each person who is a raiyat/occupant of land or who is a bargader as per WBLR Act.

b) The situation, class and quantity of land held by raiyat, occupant, bargadar.

c) The name of each raiyat's/occupant's landlord.

d) The revenue/cess payable.

e) The rights and obligations of each raiyat in respect of water for agricultural purposes, whether obtained from river, jhil, tank, etc. and the repair and maintenance of appliances for securing supply of water for the cultivation of the land held by him.

f) The Special conditions and incidents, if any, of the tenancy.

g) Any right of way or other easement attaching to the land for which a ROR is being revised or prepared.

h) If the land is revenue free the reason thereof and authority of such exemption.

Schedule A appended to Rule 22 also lays down, among other things that Settlement officer may always direct on following lines during preparation of ROR but before Final Publication.

a) That any proceeding or portion thereof in respect of preparation of ROR shall be carried de novo from any stage.

b) That names of bargadar shall be entered in ROR by giving opportunity of being heard to all interested and for such purpose public notice at a conspicuous place at least 7 day's prior to inquiry is sufficient

c) The beneficiaries under the WB Acquisition and Settlement of Homestead Land Act, 1969 or the Act of 1975 shall be recorded in ROR

d) The names of beneficiaries who have restored under WBRAL Act, 1973 shall be recorded

e) That the names of persons with whom settlement has been made as per Sec.49 and pattas have been given shall be recorded.

The officers who are making surveys and revising or preparing ROR derive powers as per prescriptions in Schedule B appended to WBLR Rules vide Rule 27 of WBLR Rules

The salient and notable points:

a) DLRS is having administrative control on all operations under Section 51 of WBLR Act

b) State Govt. may cancel any proceeding including proceeding for draft publication/final publication of the ROR and order de novo

c) RO may reconstruct ROR if finally published ROR is worn out/unfit for use and on being recon structed certify the same to be true copy of FP-ed ROR and such reconstructed ROR shall henceforth be treated as ROR finally published as per Sec.51A(2)

Once work under Sec.51 of WBLR Act is complete or for the mouzas where work under Sec.51 has not been taken up, maintenance of ROR u/s 50 of WBLR Act would be prevalent.

Sec.50 as it reads is provided below:

Maintenance of the record-of-rights-

(1) [The prescribed authority] shall maintain up to date in the prescribed manner the village record of rights by incorporating therein the changes on account of-

(a) Mutation of names as a result of transfer or inheritance;

(b) Partition, exchange or consolidation of lands comprised in [plots of land], or establishment of Cooperative Farming Societies;

(c) New settlement of lands or [plots of land];

(d) Variation of revenue;

(e) Alteration in the mode of cultivation, for example by a bargadar, and

(f) Such other causes as necessitate a change in the record-of-rights.

(2) [For every mouza in any district for which computerization of land-record has been completed, the orginal set of finally published record-of-rights prepared under section 51A for such mouza of such district shall be preserved and a set of computerized print-out of the finally published record of such mouza, duly authenticated by the prescribed authority, shall be taken up for updating and for issue of certified copies through computer. Such computerized record-0f-rights, duly authenticated by the prescribe authority, shall be presumed to be correct, and on at par with the original copy of record-of rights.]

Explanation: For the purpose of this sub-section, the expression "authenticated" includes authentication by affixing digital signature made in accordance with the provisions of Section 3 of the information Technology Act, 2000 (21 of 2000).]

The corresponding Rule of WBLR Rule in Rule 21, the Rule goes as below:

Manner of maintenance of record-of-rights.-

(1) Whenever change is required to be made in the record-of-rights on account of any of the causes mentioned in clauses (a) to (f) of Section 50, the matter shall be brought to the notice of the Revenue Officer especially empowered by the State Government for maintaining up-to-date the village record-of-rights and all papers containing the original orders passed in mutation and other cases or authenticated copies thereof the Revenue Officer shall make available to him. On receipt of the original orders or authenticated copies thereof the Revenue Officer shall make necessary corrections in the record-of-rights and shall subscribe his dated signature to such corrections noting the authority under which the corrections have been made. After the corrections have been made, the Revenue Officer shall inform the parties concerned and, if necessary, the Settlement Department of the changes made in the record-of-tights.

(2) Notwithstanding the provisions of sub-rule(1), the Revenue Officer may, on his own motion, incorporate in the village record-of-rights any change on account of alteration in the mode of cultivation, for example, by a bargader mentioned in clause (e) of Section 50 after making such inquiry including on-the-spot inquiry and inspection, as he may deem fit, and after giving the parties interested an opportunity of being heard. After the change has been incorporated the Revenue Officer shall inform the parties concerned and, if necessary, the Settlement Department of such change in the record-of-rights and shall grant to such bargader a certificate in From No.8B or in From No.8C, as the case may be.

Explanation.- For the purpose of this sub-rule, the Revenue Officer shall be deemed to act on his own motion even where an application or representation has been made to him by any person claiming to be entitled to be recorded as bargadar or by any other person on his behalf, not being a legal practitioner or an advocate.

(3) The parties interested shall be deemed to have been given an opportunity of being heard under sub-rule (2), if before one week of the inquiry, if any, or, where no inquiry is made, one week before incorporating in the village record-of-rights any change on account of clause (e) of section 50, the Revenue Officer publishes a notice of his intention to make an inquiry or as the case may be, to incorporate any change as mentioned in sub-rule (2), by affixing a notice to some conspicuous part

of the village/mouza in which the land affected is situated; and by affixing notice to a conspicuous place in the office of the Gram Panchayat within whose jurisdiction the land affected is situated.

(4) Anything done or any action taken under sub-rules (1), (2) and (3) as amended by Notification Nos.3426-L. Ref, dated the 19th September 1978, 1960-L, Ref., dated the 26th May, 1979. 2224-L, Ref., dated the 11th June, 1979 and 1592-L, Ref. dated the 30th July, 1980 shall be deemed to have validly done or taken with effect from the respective dates when such sub-rules had come into operation and that anything so done or any action so taken shall be deemed to have constituted an opportunity of being heard to each party entitled thereto.

Further Notification:-

NOTIFICATION

NO. 363-LP Dated 04/02/2019 — Whereas the draft of ammendments was published as required by sub-section (1) of section 60 of the West Bengal Land Reforms Act, 1955 (West Ben. Act X of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) *vide* Notification No.4202-LP, dated the 31st December, 2018, in the *Kolkata Gazette, Extraordinary*, Part I dated the 31st day of December, 2018, inviting objections and suggessions from all persons likely to be affected thereby, within fifteen days from the date of its publication;

And whereas objections and suggestions so received have been considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 60 of the said Act, the Governor is pleased hereby to make, with immidiate effect, the following ammendments in the West Bengal Land Reforms Rules, 1965, as subsequently amended (hereinafter reffered to as the said rules), namely :-

Amendments

In rule 21 of the said rules, —

(1) In sub-rule (1), for the words "brought to the notice", *substitute* the words "brought to the notice either by electronically transmitted information on registration or by manually";

(2) after sub-rule (1), insert the following sub-rules:-

"(1A) Unless otherwise provided in this rule, the Revenue Officer especially empowered under sub-rule (1) of the said rule by the State Government for maintaining up-to-date village record-of- rights, shall, on receipt of an electronically transmitted intimation on registration under sub-rule (1) and after informing the parties electronically and giving an electronically generated notice in the website to all concerned for raising any objection, if any, within thirty days of general notice, make necessary corrections in the record-of-rights electronically, subject to the conditions that no objection has been received by such Revenue Officer within the specified period and all other conditions are fulfilled, and after the corrections heve been so made, the Revenue Officer shall inform the parties concerned electronically:

Provided that where the proposed seller is the recorded *raiyat*, the Revenue Officer especially so empowered under sub-rule (1) of the said rule by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, shall, without giving any notice in the website to all concerned for raising any objection under this sub-rule, make necessary corrections in the record-of-rights electronically, on receipt of an electronically transmitted intimation of registration and subject to the payment of requisite fee for such corrections in the record-of-rights.

(1B) Where the Revenue Officer especially empowered under sub-rule (1) of the said rule by the

State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, has made necessary corrections in the record-of-rights electronically under sub-rule (1A), the provisions of sub-rule (1), sub-rule (2) and sub-rule (3), shall be deemed to have been complied with.

(1C) Where the Revenue Officer especially empowered under sub-rule (1) of the said rule by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, is unable to make necessary corrections in the record-of-rights electronically under sub-rule (1A) due to unavoidable circumstances, such Revenue Officer shall inform the same to the competent authority for direction of making corrections in the record-of-rights manually and in that case, the provisions of sub-rule (1), sub-rule (2) and sub-rule (3), shall, *mutatis mutandis*, apply for maintaining up-to-date village record-of-rights.

(1D) The provisions of electronically change of the record-of-rights on account of any of the causes mentioned in clause (a) to (f) of sub-section (1) of section 50, shall not be applicable in respect of -

(a) land retained under clause (g) of sub-section (1) of section 6 of the West Bengal Estate Acquisition Act, 1953 (West Ben. Act I of 1954) and sub-section (2) of section 4B of the West Bengal Land Reforms Act, 1955 (West Ben. Act X of 1956);

(b) plot of land held by a *raiyat* belonging to a Scheduled Tribe and transfer of which is restricted under section 14C;

(c) plot of land settled by the State Government under section 49 of the West Bengal Land Reforms Act, 1955 (West Ben. Act X of 1956);

(d) plot of land under *thika* tenant as defined in clause (14) of section 2 of the West BEngal *Thika* Tenancy (Acquisition and Regulation) Act, 2001 (West Ben. Act XXXII of 2001);

(e) Khasmahal land unless specified otherwise;

(f) plot of land held by legal heir;

(g) plot of land held in the name of *debottar or pirottar*,

(h) plot of land allotted to agricultural labourers, artisans or fishermen under the West Bengal Acquisition of Homestead Land for Agricultural Labourers, Artisans and Fishermen Act, 1975 (West Ben. Act XLVII of 1975);

(1E) Where the Revenue Officer especially empowered under sub-rule (1) of the said rules by the State Government for maintaining up-to-date village record-of-rights, on receipt of an electronically transmitted intimation of registration under sub-rule (1), has found any discrepancy or non-mathcing of party, or where such Revenue Officer, after informing the parties electronically and giving an electronically generated notice in the website to all concerned for raising any objection, if any, within thirty days of general notice, have received objection, if any, such Revenue Officers shall not make necessary corrections in the record-of-rights electronically and the provisions of sub-rule (1), sub-rule (2) and sub-rule (3), shall, *mutatis mutandis*, apply for maintaining up-to-date village record-of-rights manually."

By order of the Governor

MANOJ PANT
Land Reforms Commissioner and
Pr. Secy of the Government of West Bengal

After going through the provisions as enacted and Rules as framed for relevant issues, it appears that the same needs to be viewed seriously and practice as at field level needs to be reconciled with the Act and Rules. The following issues need to be pondered upon:

(i) In respect of preparation of ROR as provided by Sec.51 under Chap. VIIA of WBLR Act, Rule 22 of WBLR Rules and Schedule A is explicit and there is provision for merging or amalgamating any two of the stages of Survey as at stage i) to stage v) but there is no provision to omit stages i) to v) and start preparation of ROR from stage vi) while that is exactly what has been done and is being done for the mouzas in populated areas like Barrackpore, Howrah, Alipur etc. Probably the zest is to complete the operation that started almost 45 years ago but in the quest for speed what has been overlooked is the statutory provision. Alternately, the Authorities could have thought of maintaining the ROR itself as per provision of Sec.50 by incorporating all the changes due to reason as at Sec.50(1)(a) to (f) in the modified ROR as prepared u/s 47 of WBEA Act after just preparing OMOK on the basis of Modified ROR maintained u/s 50 of WBLR Act and then with proper infrastructure/ mechanisms etc., preparation of ROR for these mouzas could have been left for future only when we shall be able to survey the mouzas. For all practicality, the finally published RORs for these mouzas would be at wide disagreement from the point of view of map vis-à-vis field.

(ii) Sec.50 (2) was brought to the WBLR Act to give a stamp of validity to the computerization of LR Records. The approach is inevitable with the emerging time. The Section was even amended in 2013-14 but what is inexplicable is the gap between theory and practice; for the Section still, even after amendment, clearly lays down that a set of computerized print-out of the finally pub lished Record of the mouza, duly authenticated by the prescribed authority, shall be taken up for updating and issuing certified copies while in practice we are causing correction in the database itself and even issuing certified copies from data-base directly. The apparent anomaly could easily have been avoided through the Amendments.

In times when preparation, maintenance of ROR is gaining importance among citizens, it is the earnest demand and appeal of the executives performing at the public interface that the practice be in conformity with the Act(s)/Rule(s).

Vide Notification in the Kolkata Gazette being No. 363-LP dated 04/02/2019, the following significant corrections have been made:

i) "brought to the note" has been modified as "brought to the notice either by electronically transmitted information or by manually".

ii) Rules 1A to 1E have been added to Rule 21 and the salient features of the Amendment may be summarized as below:

a) Subject to exceptions in the Rule itself, the Revenue Officer on getting electronically transmitted information on registration and after giving an electronically generated notice in the website to all concerned for raising any objection within thirty days and if no objection is received within such time, may correct ROR if all other conditions are fulfilled. However, if the proposed seller be the recorded raiyat then the Revenue Officer on getting the electronically transmitted information of registration shall directly correct ROR without giving notice.

b) If the Revenue Officer is unable to make corrections electronically in the above procedure then that shall be brought to the notice of higher authority and then the already existing provision of Rule (1), (2), (3) shall return implying the scope of spot inquiry and personal hearing, etc.

c) However, the mode of electronically change of ROR shall not apply to certain cases, viz:

i) Land retained u/s 6(1) (g) of WBEA Act and Sec.4B of WBLR Act.

ii) Land belonging to ST and to which Sec.14C of WBLR Act applies.

iii) Plot of land settled as per provision of Sec.49 of WBLR Act.

iv) Plot of land to which provision of Thika Tenancy Act applies.

v) Khasmahal land.

vi) Plot of land held by a legal heir.

vii) Debottar or Pirottar land.

viii) Plot of land to which the provisions of Homestead Acquisition Act, 1975 is attracted.

d) Also if within thirty days of getting the electronically intimation of registration and uploading notice inviting objections, the Revenue Officer is fed with objections or if he be dissatisfied with any discrepancy in the ROR regarding non-matching of party, etc., he shall not proceed electronically but shall revert to existing procedures as in Rule 1,2 & 3 of principal Rule 21.

Salient features of LR ROR and Significance

1) The Unique concept of One Man One Khatian ushered in signifying that one single person will have only khatian for recording all his land in a certain mouza; this alongwith other measures were primarily adopted to implement the ceiling provision of Chapter IIB of WBLR Act, the concept of maximum ceiling based on family members.

2) To record the incidents of tenancy, particularly, 'bargadars', beneficiaries under Sec.49 of WBLR Act, beneficiaries under Homestead Acquisition Act, 1975, etc. and to assure that the prescription for protection of these marginalized category is not deserted.

3) The only legislation that provided for continuous change of records and the date of final publication and finally published. ROR only signified the status as existed on such date but even the subsequent events to such date for reasons as is Sec.50(1)(a) to (f) could be reflected in ROR. This is the unique distinction from the ROR prepared under B T Act or WBEA Act.

4) With passage of time and with rapid computerization and uploading the same on website has indeed created much consciousness and the presumptive and instantaneous value of ROR towards proprietary rights over land has got wide acceptance across society and different regulating agencies including financial regulators and facilitators and thus the urgency of prompt delivery as is manifested through amendment of Rule 21.

5) The provision of appeal lies with Collector under the Act and thus to that extent there is certain dilution and the forum is Administrative.

Outside the preview of these legislations, there is/was also prescribed provisions for preparation of ROR in the Non-Agricultural Tenancy Act, 1949 and its Sections 27-42. Like in BT Act and also to some extent in WBEA Act, the stress was obviously on Settlement of rents of non-agricultural tenants and under-tenants and recording such rents and other incidents of the tenancies.

However, despite explicit provisions in the Act, in the whole of West Bengal probably no ROR has been framed and finally published as per the provisions of this Act.

Keeping this Act in mind and the Sec.3A of WBLR Act, it implies that the non-agricultural tenants and under-tenants who are settled as per provisions of this Act will continue to pay rent to the landlord till 09.09.1980 and thus for these grades of settlers/occupiers, the ROR as modified u/s 47 of WBEA Act can not eliminate the superior interest. In practice, we hardly find such khatians.

But, there is sufficient gray area in this perspective and the confusion is further added by the provision of Rule 4B(2) of WBEA Rules which says that the non-agricultural land of an intermediary beyond the date of vesting under WBEA Act shall be held as a tenant as per provision of Non-Agricultural Tenancy Act implying that such land will be recorded in the modified ROR as non-agricultural tenant under the State. But such khatian ideally should not be construed as framed record under WBNAT Act, 1949.

The simplest perception that can be formed is that if a particular occupier was recorded as non-agricultural tenant/under-tenant under an intermediary then such non-agricultural tenant and/or under-tenant can not be considered for application of provisions of Sec.27-42 of WBNAT Act. And only if the primary settlement from the crown/Government at that prevalent time had created a non-agricultural tenant then the subsequent tenancies under such non-agricultural tenant are eligible for application of Sec.27-42 of WBNAT Act. Once the non-agricultural tenancy is created below the proprietor, tenure-holder or any other intermediary then such tenants can not claim to be covered by WBNAT Act.

To

The LRC & Principal Secretary,

L&LR And RR&R Department,

Govt. of West Bengal

Sub: Perennial deprivation of officers of L&LR And RR&R Department, viz; WBSLRS Gr-I, SROII, SROI

Sir,

It has been long that Department took active role in analysing the functioning of the grades of departmental officers as stated and furthered the cause of constitution of L&LR State Service comprising the officers of L&LR Department.

In the meantime, the Govt. in L&LR Department has observed paradigm shift in the approach to work and there has been formulation of amended Rule 21 in WBLR Rules, Rule 6A in WBLR Rules, Form 1D in Rule 5AA of WBLR Rules, New Thika Tenancy Rules, Market rate related user compensation for GAIL land use, etc., to just say a few. The effect of the changes has made the department more citizen centric and more and more people with their prayers are converging on the field level offices and the officers are functioning round the clock to dispose the matters in time and some of these matters are also linked with WB Public Services Act, 2013.

A simple data from official source for disposal of mutation applications in 2019-20 is only indicative of the huge increase in load in the field level offices. Total 54,98,727 number of mutation applications have been disposed in the 1 year period ranging from 1/4/19 to 31/3/20.

However, the betterment of career prospects of the departmental officers has maintained an illusion. While that remained, on top of that we are observing frustration of existing career benefits too. As per extant Rules, the Combined Panel of WBSLRS Gr-I and SROII with at least 1 year experience are eligible for promotion to WBCS (Exe) Service & Post. But the department, till date has failed to sponsor the full quota of 2017, not at taken up the quota of 2018 and now the quota for 2019 has also arrived.

In this connection, it is to add that as per extant Rules, the combined Panel is entitled to 53% of 50% of total strength of WBCS (Exe) cadre and considering the sanctioned strength of 1767 for WBCS (Exe), these departmental officers are entitled ro 469 posts in the WBCS (Exe) Cadre but as of now there are only 209 number of officers as sponsored by the L&LR Department.

So, we strongly urge that either department actively take up the cause of constitution of L&LR State Service comprising the departmental officers as contemplated in File No.552/LRC & Pr.Secy/18 or take up the issue with P&AR Department as to how the alternate scope for feeder officers belonging to the Combined panel of WBSLRS Gr-I+SROII may be maximised to the optimum level of 469 posts keeping in mind that since the scope to move to WBCS (Exe) from feeder service is primarily on the basis experience of service in feeder post, the effective movement of eligible officers can never destabilise the merit-based (merit list of PSC for selection as WBSLRS Gr-I) and seniority based interse parity between eligible officers in terms of emoluments, career benefits, increments, etc.

Thanking you, Sincerely yours

(General Secretary)

To

The Hon'ble Chairman

Public Service Commission

West Bengal

Sub: large-scale deviation from the application of WBCS (Executive) Recruitment Rules, 1978 in respect of filling up vacancies vide promotion from the feeder post(s).

Respected Sir,

Vide the extant Recruitment Rules as applies for recruitment to the post of WBCS (Exe), it is obvious that the ratio of direct to promotion is 50:50.

The Rule was amended in the year 2012 and vide Notification No.91-P&AR (WBCS)/1D-146/99 Pt. dated 10.01.2012, and vide such notification SROII was replaced by "Combined Panel of WBSLRS Gr-I and SROII" and the combined panel was offered and allocated 53% of feeder quota of 50% of total strength, the essential criterion being at least 1 year service in the post of SROII of the total six (6) years as required to be eligible for being feeder to the WBCS (Exe).

Thus, Government, in effect has already accepted that WBSLRS, Gr-I is fit to be feeder to WBCS (Exe) which is also logical considering their mode of recruitment via result of Gr.C of WBCS (Exe) & Allied Services Examination as conducted by PSC and that is at par with the other feeder posts like Jt. BDO & ACRO.

However, while these Rules remain in paper, a little foray into the WBCS (Exe) existing cadre strength as draft published by the responsible department on 1/09/19 would establish that of the total 1646 officers as on that date (far below the sanctioned strength of 1767), there arte 1061 direct officers and 585 promotee officers.

Thus, the Government through Public Service Commission has been continuing against extant Rules and the Direct: Promotee ratio is being purposefully and unlawfully violated at the cost of career of a whole lot of aspiring WBSLRS, Gr-I cadre among other feeder. In fact, detailed introspection of the existing officers of WBCS (Exe) cadre would also highlight that of the quota for promotees, the quota of "Combined Panel of WBSLRS Gr-I & SROII" which is 53% of 50% tantamount to 469 members in the WBCS (Exe) Cadre while only 209 officers from the feeder source of this combined panel of WBSLRS Gr-I are in the WBCS (Exe) Cadre Shedule as on 1/9/19.

The Association representing the grades of officers of the category WBSLRS Gr-I, SROII, SROI appeals to the esteemed Institution that the matter may be taken up with the respective departments of the Government of West Bengal and **till the strength of feeders from the source of "Combined Panel of WBSLRS Gr-I & SROII" be not filled to the extent as eligible as per Government Rules (469 officers), the direct recruitment to WBCS (Exe) Cadre be withheld or else the feeder source from L&LR Department as are being perennially deprived be offered alternate avenues within their department so that their upward mobility through the pay-scales/grades be not continue to be adversely affected.**

Thanking you

Sincerely yours,

(General Secretary)

Copy: 1) LRC & Principal Secretary, L&LR And RR&R Department, Govt. of W.B

2) Principal Secretary, P&AR Department, Govt. of W.B

To

The Principal Secretary,

P&AR Department,

Govt. of west Bengal

Sub: Perennial deprivation of the feeder source of "combined panel of WBSLRS Gr-I & SROII" in getting promotion to WBCS (Exe) Service & Posts.

Sir,

As per extant Rules Notification No.271-P&AR (WBCS) dtd. 13.1.78 read with No.91-P&AR (WBCS)/1D-146/99 Pt.dtd.10.01.2012, it is obvious that the feeder source of "combined panel of WBSLRS Gr-I & SROII with at least 1 year experience as SROII" is eligible for promotion to the WBCS (Exe) service @ 53% of 50% and thus at any moment of time the combined source is entitled to that quantum of representation in the WBCS (Exe) pool with maximum eligibility being of 469 officers considering the strength of 1767 for WBCS (Exe) officers.

However, the list as uploaded as on 1/9/19 for WBCS (Exe) officers shows that of 1649 total officers on that date there are only 585 promotees from all source and of that the number of officers as sponsored by L&LR Department is about 209 only.

Thus, the extent law(s) & Rule(s) is being squarely violated; firstly, the direct: promotee ratio of 50:50 is highly deviated and further among the promotes, the balance is totally disturbed against the officers as are sponsored by L&LR Department (only 209 officers while there is scope for 469 officers from this source).

In this connection, it would not be irrelevant to highlight that correspondence vide letter No. 81/Pr.Secy/P&AR 2017 dtd. 17/10/17 and the relevant file being 1E 10/17 on the subject of L&LR Department.

Vide such departmental notes, the Government in either departments had already observed the anomaly between rule and practice and had decided that the gap needs to be addressed, if necessary, by revising quota, etc. In fact, it was also simultaneously observed that such ultimate exercise is only practicable if the group of officers as are sponsored by L&LR Department be assured of upward mobility in their own department by structuring a **State Service in that department comprising the respective grades of officers of WBSLRS Gr-I, SRO-II, SRO-I and in that respect file being 552/LRC& Pr.Secy./18 has also moved to Finance Department accommodating the views of P&AR Department on restructuring of cadre schedule.**

But, till date, nothing has transpired and in the meantime, the combined panel of officers of WBSLRS Gr-I & SROII, as are to be sponsored by the L&LR Department are the worst sufferers in so much that since the quota of 2017 there is a backlog of 26 (for 2017 and previous)+27 (quota for 2018, not yet taken up though Jt.BDOs, ACROs, etc, have joined) and the recently declared 21 (against vacant for 2019).

This utter dismal approach in offering promotion as per Government Rules is untenable and particularly the fact that after observing that the ratio is totally screwed against promotees and among them specially in respect of the officers of L&LR Department, the intake of direct officers goes against the interest of notified feeder(s).

The Association urges that till the combined panel of officers as notified in 2012 are offered en mass promotion to the full extent of their quota (469 members), the direct recruitment of WBCS (Exe) be withheld or if direct recruitment is to continue then the officers as are perennially deprived be offered the scope to settle into a compensatory State Service Structure as has been in contemplation for long and is presently pending at the Finance Department, Govt. of West Bengal, as per knowledge of the Association.

The Association expects effective action on this representation.

Thanking you.

Sincerely yours,

(General Secretary)

Copy: LRC & Pr, Secretary, L&LR And RR&R Dept, Govt. of West Bengal.

To

The Principal Secretary,

Finance Department

Govt. of West Bengal

Sub: Constitution of State level Land & Land Reforms Service comprising the officers of the grade of WBSLRS Gr-I, SROII, SROI

Sir,

The Association is apprised that a recommendation from L&LR and RR&R Department as seconded by P&AR Department concised in File being 552/LRC& Pr.Secy./18 proposing constitution of State Level Land Reforms Service comprising the stated officers of the L&LR Department who are basically recruited vide result of WBCS (Exe) & Allied Services Exam, Gr.C, is lying for long in the Finance Department.

The officers in these grades are subject to total ambiguity when compared to equivalent officers of contemporary ranks and in comparable services and posts like Jt.BDO under P&RD Department, ACRO under Finance Department, etc.

In fact, the Finance Department, considering the specialized functioning of Sub-Registrars was very much instrumental in constituting a State level Service for such grades of officers (who used to be recruited via result of Gr.D of WBCS (Exe) & Allied Services Exam) vide Notification No.1090-F.T, Calcutta dated 20.4.2000. The specialization of the basic cadre of WBSLRS Gr-I is an accepted reality and is even evident from the Advertisement of PSC, WB for the WBCS (Exe) & Etc. Exam.

However, for unknown reasons, the matter has been held back by Finance Department and is jeopardizing the optimum motivation of the departmental officers of L&LR Department.

The Association is looking forward to earliest positive intervention.

Thanking you.

Sincerely yours,

(General Secretary)

'করোণা ত্রাণ' ঃ কোভিড পরিস্থিতিতে উঃ চব্বিশ পরগণা জেলা কমিটির কর্মসূচী

'করোণা ত্রাণ' ঃ কোভিড পরিস্থিতিতে বীরভূম জেলা কমিটির কর্মসূচী

বিগত ১৭ মে, ২০২০ তারিখে সমিতির তরফে জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া 'মুন্ডা' বস্তিতে ২০০টি আদিবাসী পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

'করোণা ত্রাণ' ঃ কোভিড পরিস্থিতিতে নদীয়া জেলা কমিটির কর্মসূচী

'করোণা ত্রাণ' ঃ কোভিড পরিস্থিতিতে উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির কর্মসূচী

'আম্ফান ত্রাণ' ঃ আম্ফান পরবর্তী উঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির কর্মসূচী

'করোণা ত্রাণ' ঃ কোভিড পরিস্থিতিতে পুরুলিয়া জেলা কমিটির কর্মসূচী

বাসন্তীতে ত্রাণ বিলি

সুভাষচন্দ্র দাশ, ক্যানিং : মাতলা নদীর লাগোয়া বাসন্তী ব্লকের ভাঙনখালি এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর হাতে ত্রাণ তুলে দিল পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতি। শুক্রবার বাসন্তী ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শঙ্কর পাঁজার নেতৃত্বে ৯০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে ত্রাণ হিসাবে তুলে দেওয়া নতুন বস্ত্র, ত্রিপল, ছাতু, বাতাসা, বিস্কুট, শুকনো খাবার, স্যানিটারি ন্যাপকিন, পানীয় জল ও অন্যান্য সামগ্রী।

'আম্ফান ত্রাণ' ঃ আম্ফান পরবর্তী দঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির কর্মসূচী

'করোণা ত্রাণ' ঃ কোভিড পরিস্থিতিতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির কর্মসূচী

ভূমিবার্তা

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির পক্ষে দেবাশিস সেনগুপ্ত কর্তৃক, ২৩৮, মানিকতলা মেইন রোড, ফ্ল্যাট - ১০, কোলকাতা - ৭০০০৫৪ থেকে প্রকাশিত ও অনিন্দ্য বিশ্বাস সম্পাদিত, জে.বি.প্রিন্ট, ৫২/১, এন.এস.রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৯ থেকে মুদ্রিত।

www.wbllroa.in